ধর্মীয় ঐক্যের ডাক দিলেন পোপ ফ্রান্সিস

সারে-জমিন

শিক্ষকরা বাটি হাতে ভিক্ষা করলেন রাস্তায়

রূপসী বাংলা

ট্রাম্প জিতলে মার্কিন অর্থনীতি বিরাট ধাক্কা খাবে

সম্পাদকীয়

স্কুল শিক্ষক চলে যাবেন, কান্নার স্রোত ছাত্র-ছাত্রীদের

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২১ ভাদ্র ১৪৩১
২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

দলীপ ট্রফিতে মুশির খানের অপরাজিত শতরান

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 242 ■ Daily APONZONE ■ 6 September 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম শ্রেণিতে

■ Online- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

■ ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

■ প্রবেশিকা পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার।

website: www.alameenmission.org

বিস্তারিত জানতে ফোন করুন ৭৪৭৯০ ২০০৫৯/ ৬৬/৭৬

দুঃস্থ, মেধাবী ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।

For Application Form

প্রথম রাউন্ড ঃ ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সেলিং

রাজ্যের তালিকায় ২০০-র মধ্যে আল-আমীনের ২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী

নিট-ইউজি ২০২৪ | স্টেট লিস্ট (জেনারেল)

৫০০-র মধ্যে	১০০০-এর মধ্যে	১৫০০-র মধ্যে	২০০০-এর মধ্যে	২৫০০-র মধ্যে	৩০০০-এর মধ্যে
৭২	১৫০	২৩৭	৩২২	৪০৭	৪৯১

Rank 9 Marks 700
Md Sahid

Rank 26 Marks 695
Fatemul Hazari

Rank 38 Marks 691
Md Fanoos Adil

Rank 44 Marks 690
Sk Abdullaha

Rank 48 Marks 690
Maksuda Khan

Rank 50 Marks 690
Mustakim Sekh

NEET (UG) 2025
আবাসিক কোচিংয়ে ভর্তি

কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেওয়া যাবে।

এ বছর নিট (ইউজি) র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে
সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে খলতপুর, হাওড়ায়
প্রতিদিন সাক্ষাৎকার শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে।

◆ নিট-এর স্কোর কার্ড, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, মার্কশীট, আধার কার্ড প্রভৃতির অরিজিনালসহ ১ সেট জেরক্স কপি এবং ২ কপি ফটোগ্রাফ আনতে হবে।

ফোন ৭৪৭৯০ ২০০৫৯/ ৬৬/৭৬ /৭৯

Rank 55 Marks 690
Hasnain Parvez Rumo

Rank 67 Marks 690
Raquiv Rahman

Rank 83 Marks 687
Md Sail Sk

Rank 92 Marks 686
Mesbaur Rahaman

Rank 100 Marks 686
Sahila Sultana

Rank 107 Marks 685
Irfan Nawaj Khan

Rank 110 Marks 685
Abdul Awal

Rank 117 Marks 685
Sk Fardil Rahaman

Rank 120 Marks 685
Ruben Hossain

Rank 122 Marks 685
Sabana Yeasmin

Rank 125 Marks 685
Choudhury Muzahid

Rank 130 Marks 685
Rakesh Aktar

Rank 132 Marks 685
Sayed Riajul Islam

Rank 134 Marks 685
Tanvir Alam

Rank 145 Marks 684
Umme Salma Yeasmin

Rank 173 Marks 682
Sakil Ahammed

বিজ্ঞাপন

মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই শিক্ষকদের সম্মাননা দিলাম: আব্দুল হাই

বারাসত, ৫ সেপ্টেম্বর: *শিক্ষকদের সম্মাননা জানিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হল শিক্ষক দিবস। ছাত্র ছাত্রীদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও স্কুলের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মাননা জানানো হয়। চলে স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষে মিড ডে মিলে স্কুলের বাচ্চাদের জন্য ছিল মাংস ভাতেরও ব্যবস্থা।*

এভাবেই শিক্ষক দিবস পালন করা হল শাসনের পাকদহ বালিপুর এফপি স্কুলে।

জানা গেছে, ওই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল হাই এর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূলত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিশির বরণ রায় সহ অন্যান্য সহ শিক্ষকদের এদিন উত্তরীয় পরিয়ে, ডায়েরি, বই দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি সমাজসেবী আব্দুল হাই এর উদ্যোগে এদিন স্কুলের ২৫০ পড়ুয়ার হাতে স্কেল বক্স তুলে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে আব্দুল হাই বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে আমরা স্কুল শিক্ষকদের সম্মান জানাতে পেরেছি। সারাটা বছর তাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে যেভাবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তাই তাঁদেরকে সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।

পাকদহ বালিপুর এফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিশির বরণ রায় বলেন, আজকের এই দিনটাতে আমরা ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে সম্মান পায়। কিন্তু জনপ্রতিনিধি ও স্কুলের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে এভাবে আমাদের সম্মান জানানোয় আমরা আপ্লুত। ছাত্র ছাত্রীদের গড়ার জন্য আমাদের ইচ্ছা শক্তি আরো বেড়ে গেল।

প্রথম নজর

বাড়িতে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আসিফা লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মথুরাপুর থানার এলাকায় মুকুন্দপুর গ্রামে এক ব্যক্তির ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা জায় মৃত ব্যক্তির নাম বাবলু পাহাড়ি ওই মৃত ব্যক্তি বাড়ি মাধবপুর এলাকায় ওই মৃত ব্যক্তি গুনিন ছিল। মুকুন্দপুর এলাকায় সন্ধ্যা হালদার নামে এক প্রতিবেশী তার মেয়ে খুব অসুস্থ থাকায় বাবলু পাহাড়ি কে ঢেকে আনে ঝাড়ফুক দেওয়ার জন্য সকাল সাতটার সময় ডেকে আনে। সকাল নটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ওই ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে লক্ষী হালদার এমনটা জানায় এক প্রতিবেশী সনত কুমার সরদার। সন্ধ্যা হালদার খুন করেছে সনত হালদার এর আছে স্বীকার করেছে। তারপর এলাকার মানুষ খবর পেয়ে মথুরাপুর থানায় খবর দেয় মথুরাপুর থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে এবং লক্ষী হালদার ও তার স্ত্রী সন্ধ্যা হালদার কে গ্রেফতার করে মথুরাপুর থানার পুলিশ।

মাদকবিরোধী কর্মসূচি ইমাম সংগঠনের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● হেমতাবাদ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানার ঠাকুরবাড়ি মোড়ে অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। সভার মূল লক্ষ্য ছিল ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদকবিরোধী প্রচার এবং বাল্যবিবাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি মৌলানা বাকিবিল্লাহ। তিনি ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সাথে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, "সচেতনতার মাধ্যমে আমরা শুধু নিজেদের জীবন নয়, পুরো সমাজকেই আরও ভালো করতে পারি।" সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি ডঃ বশিরউদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক মোমতাজুল হক, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিক্ষক দিবস লাব্বাইক মিশনে

মিসবাহ উদ্দিন ● নেতড়া

আপনজন: ডায়মন্ডহারবার থানার নেতড়ার লাব্বাইক মিশনে শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সহ গুণী ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা জানানো হয় বিভিন্ন সামগ্রী উপহারের মধ্য দিয়ে। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন নুর নবী জমাদার, শিক্ষাবিদ হালিম শেখ,সাহিত্যিক ইনসুর আলি সেখ, শিক্ষাবিদ সাবির আলি মোল্লা, সমাজসেবী আব্দুল আলিম মোল্লা, লাব্বাইক মিশন সম্পাদক আজিজুল হক ও প্রধান শিক্ষিকা সাবানা খাতুন প্রমুখ।

পঞ্চায়েতে সদস্যদের সাদা কাগজে সই করনোর অভিযোগ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ১ পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় বিরোধী দলের সদস্যদের সাদা পাতায় সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। বিরোধী সদস্যদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতে সাধারণ সভা ডেকেছিলেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান। সভা শুরু হতেই প্রধান সহ অফিস কর্মিরা তাঁদের সাদা রেজুউলেশন পাতায় সই করিয়ে নিতে চাইছিলেন। এনিয়ে প্রতিবাদ করায় পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এমনকি এলাকায় উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে চাইলেও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয় না বলে অভিযোগ। পরে বড়ঞা থানার পুলিস পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এমনকি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের ছবি করতেও বাধা দেয় বলে অভিযোগ। বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার বেলা বেগম অভিযোগ করেন, আমাদের কাছ থেকে সাদা কাগজের সই করে নিতে চাইলে আমরা অস্বীকার করি। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা দাস অভিযোগ অস্বীকার করে বিরোধের দিকেই আঙুল তুলেছেন।

আর জি কর ঘটনায় রামপুরহাটে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: কলকাতা আর জি কর হাসপাতালের ইন্টার্ন ছাত্রীকে নৃশংসভাবে ,খুন করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সারা রাজ্য থেকে জেলা এমনকি গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের মধ্যে ও সেই প্রতিবাদ আন্দোলনের ঢেউ লক্ষনীয়। কখনো হাতে মোমবাতি নিয়ে, কখনো বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে ইত্যাদি ভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার। প্রতিবাদের একটিই আওয়াজ, we want জাস্টিস। এদিন বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ডাক্তার থেকে শিক্ষক এমনকি সাধারণ মানুষজন পর্যন্ত আজকের গণ অবস্থান কর্মসূচিতে মোমবাতি হাতে নিয়ে, রাস্তায় নামেন। আর সেই গণ অবস্থান কর্মসূচিটি রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল থেকে বেরিয়ে রামপুরহাট শহর পরিক্রমা শেষে রামপুরহাট প্রাণকেন্দ্র পাঁচ মাথা মোড়ে গণ অবস্থান মঞ্চে জমায়েত হয়। সেখানে পথ নাটক, মশাল ও মোমবাতি হাতে নিয়ে ,তার আত্মার শান্তি কামনার জন্য নীরবতা পালন করা হয়। গন অবস্থান থেকে দাবি ওঠে,দোষীদের যেন দ্রুত এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষক দিবসের দিনে অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: শিক্ষক দিবসের দিনে অভিনব উদ্যোগে শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান ধুলিয়ানে। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোমেন্ট, মিষ্টি, কলম উপহার। সমাজের অন্যতম কান্ডারী শিক্ষক সমাজকে এভাবেই শুভেচ্ছা জানালেন ধুলিয়ান পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা ঘোষ গুপ্তা। দলীয় কয়েকজন কর্মী সমর্থক এবং প্রতিনিধি সুভাষ গুপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে সরকারি বেসরকারি সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয় কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে। করানো হয় মিষ্টি মুখ। প্রতি বছরের মতো এবছরও ৬৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় কাউন্সিলর সুস্মিতা ঘোষ গুপ্তার পক্ষ থেকে। সমাজ তথা দেশ গঠনে অসামান্য অবদানের জন্য শিক্ষকদের অবদানকে স্মরণ করেই অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি ধুলিয়ানেও ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনটি উদযাপন করা হয়।

এদিন কাউন্সিলর সুস্মিতা ঘোষ গুপ্তার অভিনব উদ্যোগে শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদানকে সাধুবাদ জানান শিক্ষক সমাজ এবং বিশিষ্টজনেরা।

জঙ্গলে গৃহবধূর মৃত্যুর সঠিক তদন্ত দাবি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জঙ্গলে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবীতে বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ মহিলাদের। জঙ্গলে পাতা কুড়াতে গিয়ে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় এবার পথে নামলেন এলাকার মহিলারা। ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবীতে আজ বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার মহিলারা। বিক্ষোভকারীরা জোর করে মহকুমা শাসকের দফতরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সাথে ধাক্কাধাক্কি হয় । গত ২৪ আগষ্ট বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর জঙ্গলে পাতা কুড়াতে যান স্থানীয় এক গৃহবধূ। পরের দিন গভীর জঙ্গল থেকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওই বধূর দেহ উদ্ধার হয়। দেহের ময়না তদন্তের পর প্রাথমিকভাবে জানানো হয় সাপের কামড়ে ওই বধূর মৃত্যু হয়েছে।

ময়না তদন্তের রিপোর্টেও মৃত্যুর কারন হিসাবে সাপের কামড়ের কথা উল্লেখ করা হয়। এরপরই আজ এলাকার মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকের দফতরে। স্থানীয়দের দাবী ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার কথা ধামাচাপা দিতে এখন পুলিশ ও প্রশাসন সাপের কামড়ের তত্ব সামনে আনছে।

নির্যাতিতার বাবা মাকে নিয়ে রাজনীতি নয়: চন্দ্রিমা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

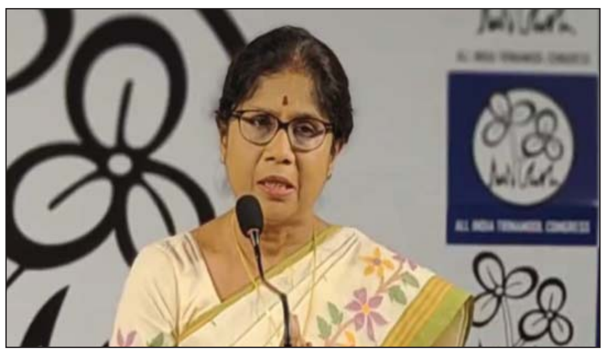

আপনজন: আরজি কর কান্ডে নির্যাতিতার বাবা মাকে নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না। আরজি কর কাণ্ডে তথ্য প্রমাণ যে লোপাট হয়েছে সিবিআই তা প্রকাশ্যে জানাক , দাবি রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার। ৩দিন পেরিয়ে গেলেও আরজি কর কাণ্ডের কুৎসিত ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। সিবিআই উত্তর দিচ্ছে না। নীরব। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজা। তাঁদের দাবি মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে বিবৃতি জানাক সি বি আই। অগ্রগতি কি কেউ কিছু জানে না ??
কিচ্ছু পাইনি সিবিআইয়ের তরফে। বিজেপি বলছে , প্রমাণ লোপাট করেছে ?? কি করেছে , কেনো করেছে, কারা করেছে ? সি বি আই জানাচ্ছে না। এই উত্তর জানানোর দাবি জানান ব্রাত্য বসু।অন্যদিকে রাজ্যের অপর মন্ত্রী শশী পাঁজা বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, সিজিও অভিযান করছেন না কেনো? সিবিআই এতো দেরি করছে। উত্তর চাইবেন না কেনো?বিজেপি জাস্টিস চায় না , রাজনীতি করছে।
বিল নিয়েও রাজনীতি করছে। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন,ভিডিও দেখালো* যেখানে নির্যাতিতার বাবা টাকার নেওয়ার কথা অস্বীকার করছেন। মন্ত্রী শশী পাঁজার আবেদন, রাজনৈতিক দল গুলো বাবা মাকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না। ফেক ভিডিও ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপির আই টি সেল অভিযোগ তৃণমূলের। অপরাজিতা বিল সকলের দ্বারা এক্সেপ্টেবল। বিরোধী, শাসক, অন্য রাজ্যের নেতারা একসেপ্ট করেছেন। দ্রুত শাস্তি হবে। ডাক্তারদের আন্দোলন সহানুভূতির সঙ্গে সাথে দেখছি আমরা বলে দাবি করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা।
অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে অপমান করা মেনে নেওয়া যায় না। সমাজ বিভক্তি করার চেষ্টা। ব্রাত্য কেনো করছেন ? কারা করছেন ?জানতে হবে।
নারী বিদ্বেষ উস্কে দিচ্ছেন। যারা সত্যি কারের প্রতিবাদ করছেন তারা বিরোধিতা করবেন। রাজনীতি আছে। আরজি কর কাণ্ডে যে প্রমাণ লোপাট হয়েছে সি বি আই সেটা প্রকাশ্যে জানাক, দাবি তৃণমূলের।

অবসরের আগে স্কুল তহবিলে অর্থ দান করলেন প্রধান শিক্ষক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একটানা ২২ বছর ধরে কাপাসডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন পুষ্পেন মন্ডল। আগামী ৩১ শে অক্টোবর তার অবসর নেওয়ার কথা রয়েছে। অবসরের পূর্বে বিদ্যালয়ের তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করলেন প্রধান শিক্ষক। শুধু তাই নয়, সেই টাকা ব্যাংকে জমা থাকা অবস্থায় সুদ বাবদ যে বাড়তি অর্থ মিলবে, তা মেধাবৃত্তি বাবদ দেওয়া হবে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারী কে।বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের দিন চেকের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক সেই অর্থ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের হাতে অর্পণ করেন।
লালবাগ শহর থেকে কিছুটা দূরে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় এলাকার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালে স্থানীয় এক বাসিন্দা জমি দানের পর বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। পরে মাধ্যমিক এবং তারপর উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমি স্তরে শুধুমাত্র কলা বিভাগ পড়ানো হলেও বিজ্ঞান বিভাগ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রধান শিক্ষক পুষ্পেন মন্ডল বলেন, 'গত ২২ বছর ধরে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি আমি। কর্মজীবনের শেষ লগ্নে বিদ্যালয়ের তহবিলে ১ লক্ষ টাকা চেকের মাধ্যমে দিলাম। এই অর্থের সুদ বাবদ যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকারকারী কে মেধাবৃত্তি হিসেবে দেওয়া হবে। যার নাম 'প্রতিষ্ঠান প্রধানের বৃত্তি' রাখা হয়েছে। যেহেতু এটি পিছিয়ে পড়া এলাকা এবং অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, তাই এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।' আগামী দিনে বিদ্যালয় আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী কাপাসডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পুষ্পেন মন্ডল।

শতাব্দী সংসদে দাবি জানানোয় রাস্তা খতিয়ে দেখল রেল

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর যাতায়াতের জন্য রেলের রাস্তা সংস্কারের কথা পার্লামেন্টে তুলে ধরার পর নড়েচড়ে বসল রেল কর্তৃপক্ষ। যার জেরে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা নাগাদ রেলের উচ্চ আধিকারিক রেলের রাস্তা সংস্কারের জন্য সর জমিনে পরিদর্শন করলেন। দীর্ঘ দিন ধরে লোহাপুর বাজার থেকে সালিসান্ডা, কুমারসান্ডা হয়ে মোড়গ্রাম পর্যন্ত রেলের রাস্তাটি অকেজ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নলহাটি আজিমগঞ্জ সংযোগকারী রেল। ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখ এই রেল লাইনটি চালু হয়। সেই থেকে তার পাশ দিয়ে রাস্তাটি গড়ে ওঠে। পরে মাটির কাঁচা রাস্তা থেকে এক সময় লাল মোড়াম দিয়ে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য এলাকাবাসী কখনো পোলিও বয়কট করেছেন, কখনো আবার রাস্তা অবরোধ সহ প্রশাসনিক দপ্তরে দরবার করেও কোনো সুরাহা পাননি। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য বীরভূম জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা সাব্বির হোসেন জয় রেল দপ্তরে লিখিত ভাবে চিঠি দিয়ে আবেদনও জানিয়েছিলেন।

এয়ারগানের গুলিতে মৃত্যু হল কিশোরীর

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ডোমকল ব্লকের ঘোড়ামারা এলাকার দুই ব্যাক্তির কাছে থাকা এয়ার গানের গুলিতেই মৃত্যু হয় এক কিশোরীর বলে সূত্রের খবর। মৃত কিশোরীর নাম মুসলিমা খাতুন(১০), চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বৃহস্পতিবার সাতসকালে ডোমকলের ঘোড়ামাড়া নতুনপাড়া এলাকার ঘটনা। ঘটনায় তড়িঘড়ি আহত কিশোরীকে উদ্ধার করে ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই কিশোরীকে।
ঘটনার পর কান্নায় ভেংগে পড়ে পরিবারের সদস্যরা।
স্থানীয় সূত্রে জানাযায় ঘোড়ামারা এলাকার দুই ব্যাক্তি রাজু সেখ ও মুশারোফ সেখ একটি পাখি মারা এয়ারগান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। সেই সময় এয়ারগান থেকে গুলি বেরিয়ে কিশোরীর বুকে লাগে তার জেরেই কিশোরীর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানাজায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ডোমকল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । পুলিশ গিয়ে কয়েকজনকে আটক করে। তাদের মধ্যে মৃতের নানাও আছে বলে খবর। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমকল থানার পুলিশ।যদিও মৃতের বাবার পরিবারের অভিযোগ নানার বাড়ির লোকজন গুলি করে মেরে ফেলেছে।পরিবার সূত্রে জানাযায় ছোটো বেলা থেকে নানার বাড়িতেই মানুষ সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে।যদিও গত কয়েক দিন আগেই মৃতের বাবা কাজের উদ্দেশ্য কেরলে যায় ,তার পরে বৃহস্পতিবার সকালে এমন ঘটনায় রীতিমত এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: এবছর পুজোর আগেই শুরু হয়ে গেল গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এর প্রস্তুতি। এবছর মেলার আগে ও পরে ড্রেজিং এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া হবে লক্ষ্য নিয়েছে দ: ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। গতবারে যে সমস্ত ছোটখাট ভুলত্রুটি ছিল সেগুলি ঠিক করে গঙ্গাসাগর মেলাকে এ বার নতুনরূপে সকলের কাছে তুলে ধরতে চাইছে জেলা প্রশাসন।বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে এ নিয়ে বৈঠক হয়ে গেল। গতবার বিভিন্ন জেটিঘাটে সমস্যা ছিল, বার্জেরও সমস্যা ছিল।এছাড়া,মেলা প্রাঙ্গণে ব্যারিকেডের কিছু সমস্যা ও ছিল। ঘন কুয়াশা থাকায় ভেসেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

শিক্ষক দিবসে নতুন গ্রাম স্কুলে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নতুন গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির ও শিক্ষক দিবস পালন । আজ ৫ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ড: সর্ব পল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিন মাল্যদান স্মৃতি চরণ সুস্থ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রী ভূমিকা ।বর্তমান সময়ে এক ফোঁটা রক্তে প্রয়োজনীয়তা, আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে নতুন গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শাওনী সিংহ রায় প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে প্রতিবাদ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করে বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস পালন করল হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা চক্রের শিক্ষক শিক্ষিকারা।'মানব সেবা, মহৎ সেবা'এই আদর্শকে পাথেও করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করে এক মানবিকতার পরিচয় দিলেন তাঁরা।১২০ জন রোগীর মধ্যে ফল বিতরণ করা হয় বলে জানান এস আই মাসুদ করিম আনসারী।

টিটির বিরুদ্ধে তোপ নবগ্রামের বিধায়কের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: অতিরিক্ত টাকা চান টিটি, তার প্রতিবাদ করায় হেনস্থা করা হল আমাকে। ভাইরাল ভিডিও কান্ডের জের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে রেলের বিরুদ্ধেই তোপ দাগিয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করলেন নবগ্রামের বিধায়ক।
জানা যায় গত সোমবার বিধানসভা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডলের খাগড়াঘাট স্টেশন থেকে হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে এসি চেয়ার কার ১৮ ও ১৯ নম্বর দুটি সিট রিজার্ভেশন ছিল। তার সহযাত্রী না থাকাই থাকাই ফাঁকা ছিল ১৮ নম্বর সিট। অন্যদিকে সেই দিনই জিয়াগঞ্জের এক মহিলা জেনারেল টিকিট কেটে জেনারেল বগিতে থাকতে না পেরে এসি বগিতে চেপে পড়েন। বিধায়কের পাশে সিটি ফাঁকা থাকায় তিনার কাছে সাহায্য চান মহিলা। মহিলার কথা ভাবে মানবিকতার খাতিরে বিধায়ক তাকে বসতে দেন। বিধায়কের দাবি টিটি এসে টিকিট চাইলে জেনারেল টিকিট সিসিতে কনভার্ট করে দেওয়ার কথা বলা হয়, তার জন্য নির্দিষ্ট যে অর্থ তা দেওয়ার কথাও বলা হয়। কিন্তু বিধায়কের অভিযোগ টিকিটের নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত আরো ৫০০ টাকা বেশি চেয়ে কথা কাটাকাটি শুরু করেন ।
এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিধায়ক আরো অভিযোগ করেন অতিরিক্ত টাকা দিতে না চাওয়ায় মহিলাকে থ্রেট দিতে থাকেন টিটি এমন কি ট্রেন থেকে নামারও হুমকি দেন বলে অভিযোগ। বিধায়কের অভিযোগ আমি প্রতিবাদ করাই অন্যদের দিয়ে আমার সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু করে। এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেয়েছে। অন্যদিকে ভাইরাল ভিডিও প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন উদ্দেশ্যপ্রণীতভাবে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তৃণমূল বিধায়করা মানবিক মুখ নিয়ে চলে, মানুষ সাহায্য চাইলে সাহায্য করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন:আমডাঙ্গা রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজনে সাড়ম্বরে পালিত হলো জাতীয় শিক্ষক দিবস । ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের এদিন সম্মানিত করা হয়। শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে আয়োজন ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। শিক্ষার্থীরা এ দিন ক্বেরাত, গজল, হামদ, বক্তব্য পরিবেশন করে। মাদ্রাসার সুপার মুফতি সিরাজুল হক মল্লিক, সহকারী প্রধান শিক্ষক নুরুল হকরা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। আদর্শ শিক্ষক এবং আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী কেমন হয় সে ব্যাখ্যাও দেন। উপস্থিত ছিলেন আওয়ালসিদ্ধ স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার সহ মাদ্রাসার শিক্ষক ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, সেখ সামসুল, মাওলানা মোফাজ্জল হক, আব্দুর রশিদ, মাওলানা আবু বকর, মোঃ কালিমুল্লাহ, শেখ মিরাজ, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জি, নন্দিনী ভৌমিক, রাখি দেবনাথ, তন্ময় সরকার সহ অন্যান্যরা ।

মৈত্রী মডেল মিশনে শিক্ষক দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যেল সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গার মির্জানগর মৈত্রী মডেল মিশন (গার্লস) মিশনে সাড়ম্বরে পালিত হল শিক্ষক দিবস ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ।
এদিনের এই শিক্ষক দিবসের ানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আলি আহমেদ, প্রধান শিক্ষিকা নাফিসা সামিম, কবি ও সাহিত্যিক রক্তিম ইসলাম, মালতিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাহানওয়াজ আহমেদ, সিরাত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্রাস্টের রাজ্য সম্পাদক ও কাটিয়াহাট আল হেরা মিশনের ডাইরেক্টর শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান, বিশিষ্ট মোটিভেটর আবেদিন হক আদি প্রমুখ ।
এদিন প্রধান শিক্ষক সাহানাওয়াজ আহমেদ সাহেবকে "আদর্শ শিক্ষক সম্মাননা" প্রদান করা হয়, এছাড়া সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষা গৌরব সম্মানে সম্মানিত করা হয় মিশন ও মুকুল শিশু অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে ।

ধর্মীয় ঐক্যের ডাক দিলেন পোপ ফ্রান্সিস

সারে-জমিন

শিক্ষকরা বাটি হাতে ভিক্ষা করলেন রাস্তায়

রূপসী বাংলা

ট্রাম্প জিতলে মার্কিন অর্থনীতি বিরাট ধাক্কা খাবে

সম্পাদকীয়

স্কুল শিক্ষক চলে যাবেন, কান্নার স্রোত ছাত্র-ছাত্রীদের

সাধারণ

দলীপ ট্রফিতে মুশির খানের অপরাজিত শতরান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২১ ভাদ্র ১৪৩১
২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 242 ■ Daily APONZONE ■ 6 September 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর কাণ্ডের শুনানি ৯ সেপ্টেম্বর

আপনজন ডেস্ক: বুধবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, প্রধান বিচারপতি ৫ সেপ্টেম্বর আদালতে বসবেন না, তাই বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বৃহস্পতিবার শুনানিতে বসছে না। তবে এই দুই বিচারপতি পৃথকভাবে বেঞ্চ বসবেন দশ নম্বর কোর্টের অন্যকিছু মামলা শোনার জন্য। নতুন তালিকায় আরজি কর মামলাটি না রাখায় মামলার শুনানি নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল আরজি কর মামলার শুনানি হবে ৯ সেপ্টেম্বর। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে এই মামলার শুনানি করছিলেন। তাই তার অনুপস্থিতিতে বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বৃহস্পতিবার শুনানিতে বসতে চাননি। পরিবর্তে অন্যকিছু মামলা শোনার কথা জানা। অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট জানাল, আরজি কর মামলার শুনানি হবে ৯ সেপ্টেম্বর।

অবশেষে প্রাইমারি বোর্ডের সংশোধিত অ্যাডহক কমিটিতে ঠাঁই তিন সংখ্যালঘুর

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এক সংখ্যালঘু সদস্যার বিজেপি-ঘনিষ্ঠতা নিয়ে

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অবশেষে প্রাইমারি বোর্ডের সংশোধিত অ্যাডহক কমিটিতে স্থান পেলেন তিন সংখ্যালঘু। ২২ শে আগস্ট স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে প্রাইমারি বোর্ডের যে ১২ জনের অ্যাডহক কমিটির তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে কোনো সংখ্যালঘু প্রতিনিধিকে রাখা হয়নি। এমনকি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেন্টরা ওই কমিটিতে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট স্থান পাননি। ওই কমিটিতে কোনো সংখ্যালঘু মুখ না থাকায় সামাজিক গণমাধ্যম সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু মহলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। শাসক থেকে বিরোধী রাজ্যের সংখ্যালঘু মহলের বিদ্বজ্জনরা রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন। সংখ্যালঘু সংগঠন প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়াল অফ বেঙ্গলে'র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা দফতরকে চিঠি করে পুনরায় কমিটি সংশোধনের অনুরোধ জানানো হয়। ফলাও করে খবর প্রকাশিত হয়েছিল 'আপনজন' পত্রিকায়। অবশেষে বৃহস্পতিবার স্কুল শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে পূর্ব ঘোষিত অ্যাডহক কমিটিতে পাঁচজনকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওই কমিটিতে যে পাঁচজন জায়গা পেয়েছেন তাঁরা হলেন

শিক্ষা বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত যত্নশীল ভাবে আমাদের দাবি শুনেছেন এবং অ্যাডহক কমিটিতে পুনরায় পাঁচজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেখানে তিনজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি স্থান পেয়েছেন।

ড. গৌতম পাল, চেয়ারম্যান, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্যর স্ত্রী ড. সৈয়দ তানভির নাসরিন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সিদ্দিক আলম বেগ, কলকাতা জানবাজার আদর্শ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অলোক কুমার শুক্লা, হুগলি কুঠিরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবর্ণ কুমার মন্ডল। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটিতে নতুন করে পাঁচ জনকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পর্ষদ সভাপতি ড. গৌতম পাল 'আপনজন' প্রতিনিধিকে বলেন, প্রাথমিক বোর্ডের নতুন অ্যাডহক কমিটিতে

আবু তাহের কামরুদ্দিন

সিদ্দিক আলম বেগ

সৈয়দ তানভির নাসরিন

কোনো সংখ্যালঘু প্রতিনিধি না থাকায় একটা দাবি উঠেছিল। আমি বিষয়টি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত যত্নশীল ভাবে আমাদের দাবি শুনেছেন এবং অ্যাডহক কমিটিতে পুনরায় পাঁচজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেখানে তিনজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি স্থান পেয়েছেন। এখন সার্বিকভাবে যে অ্যাডহক কমিটি তৈরি হয়েছে সেখানে আমাদের পর্ষদের কাজ করার ক্ষেত্রে আরও ভালো হবে। পূর্ণাঙ্গ অ্যাডহক কমিটিতে সামাজিক প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলেও মন্তব্য করেন গৌতম বাবু।

মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন অ্যাডহক কমিটিতে তাকে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ১০২ টি সিনিয়র মাদ্রাসাতে প্রাথমিক ক্লাস সংযুক্ত রয়েছে, তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা অ্যাডহক কমিটিতে জানাতে পারব।'

ড. সিদ্দিক আলম বেগ বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের উন্নয়ন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। শিক্ষা দফতর তথা রাজ্য সরকার এই বিষয়ে নজর দিয়েছেন। তাই শিক্ষা দফতর ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ।' প্রাইমারি বোর্ডের অ্যাডহক কমিটির নয়া সদস্য ড. সৈয়দ তানভির নাসরিন জানান, 'যে কাজের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে আমি দায়িত্ব এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করতে পারব বলে আশা করছি।'

নয়া কমিটি ঘোষণা হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অ্যাডহক কমিটির সংশোধনের দাবি তুলে প্রথম প্রতিবাদে সরব হওয়া সংখ্যালঘু সংগঠন 'প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল'-এর পক্ষ থেকেও শিক্ষা দফতরকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোনাজাত আলি বিশ্বাস বলেন, 'দাবি মেনে প্রাথমিক বোর্ডের অ্যাডহক কমিটিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়ায় আমরা আনন্দিত। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের অনুরোধ, সামগ্রিক বিষয়টি তিনি যেন নজরে রাখেন।'

অন্যদিকে, সৈয়দ তানভির নাসরিনকে অ্যাডহক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করায় তার বিজেপি ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমাজবিদ জিম নওয়াজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে বিজেপি-আরএসএসকে খুশি করে আপনি এতদিন বিজেপির পে রোলে মালদ্বীপে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনে কালচারাল সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কবে মালদ্বীপ থেকে ফিরেছেন জানি না। নিশ্চয় ভারতের সাথে মালদ্বীপের বৈদেশিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পরেই ফিরেছেন। ফিরে ফিরেই তৃণমূল সরকার পরিচালিত প্রাইমারি বোর্ডের সংশোধিত অ্যাডহক কমিটিতে জায়গা পেয়ে গেলেন। আপনি প্রমাণ করে দিলেন, যোগ্যতা থাকলে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। এতদিন বিজেপির পে রোলে ছিলেন, এবার মুসলমান কোটায় তৃণমূলের পে রোলে ঢুকে পড়লেন।'

প্রতিটি স্কুলে ভগবত গীতা পাঠ উচিত: যোগী আদিত্যনাথ

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার বলেছেন, সে রাজ্যের স্কুলগুলিতে ভগবত গীতা বা রামচরিতমানসের শ্লোক পাঠ করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের রাজ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে আদিত্যনাথ শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের মতো আচরণ না করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি পেশার মর্যাদার পরিপন্থী। যোগীরাজ বাবা গম্ভীরনাথ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আদিত্যনাথ বলেন, স্কুলের পরিবেশে একটা আধ্যাত্মিক মাত্রা আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সকালের সমাবেশের সময়, শ্রীমদ্ভগবত গীতা বা রামচরিতমানসের শ্লোকগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঁচ মিনিটের একটি ভাষণ দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের প্রচেষ্টা শিশুদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিক্ষকরা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের মতো আচরণ করতে পারেন না এবং করা উচিত নয় কারণ এটি পেশার মর্যাদার পরিপন্থী। যখনই শিক্ষকরা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের মতো আচরণ করেন, তখন তারা তাদের নিজস্ব সম্মান ও সম্মান হ্রাস করার ঝুঁকি নেন। তিনি শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের দাবিগুলি উপস্থাপন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের ৪১ জন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের ১৩ জন শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আলিগড়ের মূলচাঁদ নামে এক শিক্ষকের পায়ে চোট লেগেছিল, তাই আদিত্যনাথ মঞ্চ থেকে তাঁর কাছে হেঁটে পুরস্কার প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত বরাবরই 'গুরু'দের (শিক্ষকদের) সম্মান দেখিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের শাস্ত্রে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয় 'গুরুর ব্রহ্মা, গুরুর বিষ্ণু' মন্ত্র দিয়ে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৪২ সংখ্যা, ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

নায়ক হইতে খলনায়ক

সমগ্র পৃথিবীতে আজ ব্যক্তিপূজা মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে। বিষয়টি কতটা ভয়ংকর তাহা কল্পনাও করা যায় না; কিন্তু ইহা লইয়া তেমন একটা উচ্চবাচ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা গণতন্ত্রের জন্য এক অশনিসংকেত। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক; কিন্তু তাহার পরও সর্বত্র চলিতেছে ব্যক্তিপূজার প্রতিযোগিতা ও জয়জয়কার। বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ইহা একটি ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে।

ব্যক্তিপূজাকে ইংরেজিতে বলা হয় পারসোনালিটি কাল্ট (Personality Cult)। কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশকে বলা হয় পারসোনালিটি কাল্ট বা ব্যক্তিপূজা। ইহা আতঙ্কজনক এই কারণে যে, যত বড়ই হউন, মানুষ হিসাবে সেই ব্যক্তিটিরও ভুলবিভ্রান্তি-বিচ্যুতি হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিপূজারিরা তাহার ধার ধারেন না। তাহাদের নিকট তোষামোদি হইল এক মোক্ষম অস্ত্র ও শিল্প। ইহার মাধ্যমে তাহারা অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিল করে। স্বার্থ যত বড়, ভক্তি বা পূজার উপকরণ, আয়োজন ও প্রকাশও তত বড়। এমনিতে বাংলায় পূজা কথাটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্চনা, আরাধনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার আরেকটি দ্যোতনা রহিয়াছে। গুণকীর্তন বা স্তুতির নামও পূজা। এমনকি আমরা যে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করি, তাহাও এক অর্থে পূজার নামান্তর; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ বা নেতার প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে গিয়া একসময় এমন অবস্থাও তৈরি হয়, যাহা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের সর্বনাশ হইয়াছে। দেখা দিয়াছে ফেরকা বা ভাঙন। যেমন—অনেকে মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল অনুঘটক ব্যক্তিপূজা। এমনিতেই কমরেডদের নিষ্ঠা, সততা, সংগ্রামী চেতনা ও জীবন উত্সর্গ করিতে প্রস্তুত থাকাটা প্রশ্নাতীত; কিন্তু বিপ্লব-উত্তর চার দশকে সোভিয়েত সমাজদেহে যে প্রধানতম ক্ষত তৈরি হয়, তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তিপূজা। ১৯৭৪ সালের দিকে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন ভুগিতেছিল ব্রেজনেভ ম্যানিয়ায়। তাহার ছবি প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাইত। মাস্টারদের ক্লাস তাহার বন্দনা ছাড়া শুরু করা যাইত না। থিসিসের প্রথম অধ্যায়ে তাহার বাণীর উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কি আমরা ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাইতেছি না? সরকারি আমলা হইতে শুরু করিয়া রাজনৈতিক নেতাকর্মী এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের লোকজনও কি ব্যক্তিপূজায় নিমগ্ন নহেন? একদিকে ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, অর্থপাচার, ব্যাংক লোপাট ইত্যাদি অপকর্ম বাড়িতেছে, অন্যদিকে সমানতালে বাড়িতেছে ব্যক্তিবন্দনা। ইহার মাধ্যমে সকল অন্যায়-অপকর্ম কি জায়েজ বা হালাল করিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে না? ব্যক্তিপূজার নামে এই ভক্তিবাদ প্রদর্শনের হেতু কী, তাহা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে ইহার পরও অনেকে রহিয়াছেন যাহারা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নহেন। তাহারা দল বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যেইটুকু না বলিলেই বা না করিলেই নহে, তাহাই করেন বা বলেন মাত্র; কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা পারফরম্যান্সের চাইতে ব্যক্তিবিশেষের বন্দনায় শুধু হিতে বিপরীতই হয়। উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষই আজ প্রধান কথা। এইরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র টিকসই হইতে পারে না। কোনো না কোনো সময় ভিতর হইতেই ভাঙিয়া পড়িবার দশা যে হইবে না তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। এই জন্য আমরা দেখি, ইসলাম ধর্মে ব্যক্তিপূজা বা তাক্বলিদ নিষিদ্ধ। প্রিন্সিপাল বা মূলনীতির অনুসরণকে প্রাধান্য না দিয়া ব্যক্তিপূজার ফল হয় অশুভ; কিন্তু ইহা যখন সর্বনাশ ডাকিয়া আনে, তখন আর কিছুই করিবার থাকে না। তখন পূজার্হ ব্যক্তির নায়ক হইতে খলনায়কে পরিণত হইতে সময় লাগে না।

আফ্রিকার 'জেন-জি' যেভাবে 'ভবিষ্যৎ দখলে' নেমেছে

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার পতন বিশ্বজুড়ে আলোচনা তৈরি করেছে। এ আন্দোলনকে আন্তর্জাতিকভাবে জেন-জির আন্দোলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে। জেন-জি জাগরণ এখন ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকাতেও। মহাদেশটির দেশে দেশে ক্ষমতা ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের তীব্র আন্দোলন তৈরি হয়েছে। নতুন আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে জেন-জির আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ**।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমাজ এখন 'জেন-জি' শব্দের সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টা করছে। প্রায় একই রকম অবস্থার শুরু আফ্রিকায়ও। আফ্রিকা মহাদেশজুড়ে জনসংখ্যা প্রায় ১৩৭ কোটি। তার মধ্যে জেন-জি হবে প্রায় ৪৩ কোটি। পুরো সংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ। তবে সংখ্যার হিসাবের চেয়ে হঠাৎ তাদের রাজনৈতিক জোর বেড়েছে অনেক এবং সেটা মনোযোগ কেড়েছে সবার।

উগান্ডা, কেনিয়া, নাইজেরিয়ার পাশাপাশি মহাদেশের মুরুব্বি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাতেও জেনারেশন-জেড রাজনীতির লাগাম নিতে রাজপথ ও ইন্টারনেট মাতিয়ে চলেছে কয়েক মাস ধরে।

ইতিমধ্যে এ-ও বলা হচ্ছে 'আফ্রিকার ভবিষ্যৎ জেন-জি'র হাতে। কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার, আফ্রিকার জেন-জিদের দাবিদাওয়া অনেকগুলো বাংলাদেশের সমবয়সীদের মতো। অনেকটা যেন বাংলা বসন্তের আফ্রিকা সংস্করণ। কেউ কেউ অবশ্য বলছে, দক্ষিণ এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত এসবই হচ্ছে বৈশ্বিক এক পালাবদলের সূচনা। 'রাজনৈতিক-আগামীকাল' শিগগির এ প্রজন্মের দখলে যেতে চলেছে। দেশে-দেশে স্থানীয় নানা ইস্যুতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ছে। প্রায় সব জায়গায় তাদের সাংগঠনিক ফর্মুলা হলো: 'আগে নিজেরা নেমে পড়ো—কে কে সঙ্গে আসছে পরে দেখা যাবে—চূড়ান্ত গন্তব্য নিয়েও এখনই কিছু ভাবার দরকার নাই।'

সূচনা কেনিয়া থেকে

আফ্রিকায় সাম্প্রতিক জেন-জি বিপ্লবের সূচনা কেনিয়ায়। এখানে তারা নামে গত জুনে অতিরিক্ত করারোপের প্রতিবাদে। সরকার নানা নতুন করের মাধ্যমে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার সমান রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা নেয় তখন। মারাত্মকভাবে ধনবৈষম্য ভরা দেশটিতে গরিব মানুষ এতে ভবিষ্যৎ নিয়ে বাড়তি শঙ্কায় পড়ে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের মাধ্যমে জেন-জি প্রথমে রাস্তায় নামার আওয়াজ তোলে। এ সময় তাদের কেউ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যাওয়ার কথা ভাবেনি, যা করার নিজেরাই করবে ভেবেছে। ২০২২ সালের নির্বাচন তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারায় রাস্তায় নামার একটা সুযোগ খুঁজছিল তারা। কর বিল সেই সুযোগ এনে দেয়।

বিক্ষোভের শুরুতেই সরকারি বাহিনী ২০-২৫ জনকে হত্যা করে। পরে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ে। নিহত সবার বয়স ৩৫-এর নিচে। হত্যালীলার পাল্টা হিসেবে কর বিলবিরোধী আন্দোলন থেকে দ্রুত প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোর পদত্যাগের দাবি উঠতে শুরু করে, যার রেশ এখনো আছে।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন যেমন এক পর্যায়ে এক দফার আন্দোলনে পরিণত হয়, তেমনি কেনিয়ায় #RejectFinanceBill2024 হ্যাশট্যাগ দ্রুত #RutoMustGo-তে পরিণত হয়ে যায়।

রুটো বরাবরই জনগণকে খরচ কমানোর কথা বলে নিজে বিলাসী ভঙ্গিতে চলাফেরা করতেন। অনেকটা বাংলাদেশের বিগত শাসক যেভাবে মানুষকে কাঁঠালের বার্গার খেতে বলতেন।

জেন-জির আন্দোলনের এক পর্যায়ে আপত্তি সত্ত্বেও কর বিলটি পাস হওয়ায় বিক্ষোভকারীদের একাংশ পার্লামেন্টে ঢুকে পড়ে এবং ভাঙচুর চালায়। বাংলাদেশের গণভবনে ঢুকে পড়ার আদলেই সেটা ঘটে। 'সরকারের ডান হাত' হিসেবে চিহ্নিত বিচারালয়েও ঢোকে জেন-জি। ২১ জুন থেকে এভাবে সাত দিন চলে।

পরে জুনের শেষ দিকে এসে আন্দোলনের ফল হিসেবে অর্থ বিলটির কার্যকারিতা স্থগিত হলেও তখন থেকে গোপন পুলিশের ধরপাকড়, অপহরণ চলছেই। কেনিয়ায় গোপন পুলিশের কাজ-কারবার বাংলাদেশের আয়নাঘরের মতো। বহু জেন-জি অ্যাকটিভিস্ট গুম হন। তবে এর মধ্যেও আন্দোলনের জুন অধ্যায়ের পর এখন সমাজে নানামুখী পরিবর্তনবাদী মেরুকরণ শুরু হয়েছে।

উগান্ডার জেন-জি বলছে, 'কাপুরুষোচিত জীবনে ক্লান্ত আমরা'

স্বৈরশাসনবিরোধী লড়াইয়ে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে সবচেয়ে 'পরিচিত' দেশ উগান্ডা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেন্সরশিপ এড়াতে বাংলাদেশকে যে তারা উগান্ডা হিসেবে উল্লেখ করত, সেটা এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই। সে-ই উগান্ডায় প্রেসিডেন্ট মুসেভেনি ৩৮ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কলুষিত করে আর দেশ-বিদেশের ধনীদের সম্পদ লুটের সুযোগ দিয়ে কীভাবে দশকের পর দশক ক্ষমতায় থাকতে হয়, তার এক 'মাস্টারমাইন্ড' মুসেভেনি। দেশটির শিক্ষা পরিসরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি বিনোদনমূলক ব্যাপারগুলোকে সরকার বেশ মদদ জোগায়।

বাংলাদেশের রাতের ভোটের মতোই মুসেভেনি সর্বশেষ ২০২১ সালে পুনরায় 'বিজয়ী' হয়ে ক্ষমতার চর্চা করে যাচ্ছেন। উগান্ডার জেন-জি তাদের জীবনে মুসেভেনি ছাড়া কাউকে রাষ্ট্রক্ষমতায় দেখেনি।

মুসেভেনি কেনিয়ায় আন্দোলনের মুখে থাকা রুটোর দোস্ত। অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ দেওয়া আছে বলে

বিদেশি কোম্পানিগুলো মুসেভেনির খুব ভালো বন্ধু। ঠিক একই কারণে উগান্ডার জেন-জি তাদের প্রেসিডেন্টের অপসারণ চায়। তারা এমপিদের বেতন-ভাতা কমিয়ে রাষ্ট্রীয় খরচ জোগাতেও বলছে। কেনিয়ার আন্দোলন তাদের বিশেষভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে। এখানেও বিক্ষোভের শুরু দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও কর্মসংস্থানের অভাব থেকে। নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারও বড় দাবি হিসেবে আছে। সেখানে মিছিলের অভিমুখ থাকে সচরাচর পার্লামেন্টের দিকে যাওয়া। যথারীতি পুলিশ অত্যাচার করে সেটা থামাতে যায়। গ্রেপ্তারও বিপুল। আন্দোলনে কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্ব নেই। আন্দোলনে প্রধান সমস্যা জনসমাজের ভেতরকার তীব্র হতাশা ও পুরো দেশের প্রশাসনে পদ্ধতিগত দলীয়করণ। মুসেভেনি একটা কাজে বিশেষভাবে সফল, সেটা হলো সমাজে হতাশা ছড়ানো। সিনিয়র সিটিজেনরা অধিকাংশ বিশ্বাসই করে না তাদের ৮০ বছর বয়সী প্রেসিডেন্টকে জীবিত অবস্থায় পদচ্যুত করা সম্ভব। কিন্তু জেন-জি লেগে থাকতে চাইছে। মুসেভেনি বলছেন, আন্দোলনকারীরা আগুন নিয়ে খেলছে। বিপরীতে জেন-জিদের প্রিয় স্লোগান হলো, 'কাপুরুষোচিত জীবনে ক্লান্ত আমরা এখন সাহস দেখাতে চাই।' সরকারবিরোধী দলীয় নেতাদের ব্যাপকভাবে কারাগারে ঢোকানো হচ্ছে এ মুহূর্তে।

নাইজেরিয়ায় স্লোগান: 'নো ট্রাইব, নো রিলিজিয়ন, নো রিজন'

কেনিয়া ও উগান্ডার পরই আগস্টে ১০ দিনব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দিয়ে নাইজেরিয়ায় জেন-জি রাস্তায় নামে ১২ দফা দাবিতে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও দ্রব্যমূল্য বাড়ার লাগামহীন অবস্থার মধ্যে এখানে বিশেষ গুরুত্ব পায় নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার এবং অতিরিক্ত কর কমানোর বিষয়ও। #ENDBGIN হ্যাশট্যাগ ছিল এই আন্দোলনের একটা প্রতীকচিহ্ন।

নাইজেরিয়ার মানুষ সচরাচর ধর্ম, জাতি ও অঞ্চলগত বিষয়ে খুব স্পর্শকাতর। কিন্তু জেন-জি শুরু থেকে বলছে, এই তিনটা বিষয়ের বাইরে এসে রাজনৈতিক কাজে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। তাদের ভাষায়—'নো ট্রাইব, নো রিলিজিয়ন, নো রিজন'।

রাস্তায় নামলে সঙ্গে কী কী নেওয়া যাবে, সে-ও #ENDBGIN থেকে বলা হয়। এক বোতল পানি, এক টুকরা সাদা কাপড়, নাইজেরিয়ার পতাকা, রুমাল এবং কোনো দাবির একটা প্ল্যাকার্ড যেন সবার কাছে থাকে, সেটা নিশ্চিত করে তারা। সচরাচর তরুণদের হাতে ক্ষুধাবিরোধী অনেক প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। অথচ দেশটি খনিজ তেলের অন্যতম রপ্তানিকারক।

এখানেও ২০২৩-এ নির্বাচন হয়, কিন্তু তাতে সামাজিক সংকটের কোনো সুরাহা হয়নি। কারণ, রাষ্ট্রের কাঠামোগত সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না নির্বাচন। বাংলাদেশের মতো নাইজেরিয়া ও কেনিয়ায় এমপিদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বেশ উচ্চ। অথচ সাধারণ সমাজের তাদের থেকে প্রাপ্তি সামান্যই।

তবে চলতি আন্দোলন এসব প্রতিপক্ষের নিপীড়ন ও বাধা অতিক্রম করে এখনো বিজয়ী হতে পারেনি। সংগঠকদের অনেকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার বিচারের আয়োজন চলছ। ১১ সেপ্টেম্বর সেই শুনানি শুরু হবে। এ ঘটনা যেকোনো সময় ব্যাপক বিক্ষোভের জন্ম দিতে পারে বলে অনুমান আছে। যেখানে রাস্তায় নামা যাচ্ছে না, সেখানেও অনলাইনে চিৎকার জারি আছে।

আফ্রিকায় ইয়ুথকোয়াক?

কেনিয়া, উগান্ডা ও নাইজেরিয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকায় জেন-জির উত্থান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আলাদা মনোযোগ পাচ্ছে। কারণ, এখানে রয়েছে মান্দেলা ও আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মতো সংগঠনের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহ্য ও প্রভাব। কিন্তু এখানকার তরুণেরাও গত ৩০ বছরের 'অগ্রগতি'তে সন্তুষ্ট নয়। তাঁরাই দেশটার জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ। ফলে তাঁদের মনোভাবকে অবজ্ঞা করারও সুযোগ নেই। যার পরিণতিতে এবারের নির্বাচনে এএনসি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ভোটের মাত্র ৪০ শতাংশ পেল তারা। ১৯৯৪ সালের পর এই প্রথম মান্দেলার দলকে ক্ষমতায় থাকতে কোয়ালিশনের কথা ভাবতে হলো। আবার দেশটিতে ভোটের হারও কমে গেছে ভয়ানকভাবে। মানুষ মনে করছে, বিদ্যমান দলগুলোকে ভোট দিয়ে সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না। বিশেষ করে পদ্ধতিগত দুর্নীতিতে সবাই বিরক্ত। এসব নিয়ে কথা বলা তরুণ সোশ্যাল 'মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা' রীতিমতো নায়কে পরিণত হয়েছে। মহাদেশটির সব দিকে কিশোর-তরুণদের এ রকম প্রবণতাকে ভূকম্পনের সঙ্গে তুলনা করে ইংরেজিতে 'ইয়ুথকোয়াক'ও (Youthquake) বলা হচ্ছে।

বাংলাদেশ যেখানে এগিয়ে আফ্রিকায় চলমান জেন-জির রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে 'বাংলা বসন্তে'র তুলনা করতে বসলেই প্রথমেই যেটা দেখা যায়, তা হলো নির্বাচনী ব্যবস্থার দুর্নীতি। সব জায়গায় শাসকেরা সুষ্ঠু ভোটের রাস্তা দূষিত করে ফেলেছিলেন। এ রকম সব কটি দেশে তীব্র ধনবৈষম্য রয়েছে এবং শাসকেরা বড়লোকদের সিন্ডিকেটগুলোকে অনৈতিক সুবিধা দিয়ে ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করছে বা করছিল। সব জায়গায় বেকারত্বও তীব্র। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ কোথাও সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠকে সুখ তো দূরের কথা স্বস্তিও দিচ্ছে না। কথিত 'র‍্যাডিক্যাল' রাজনীতিও এ অবস্থার সমাধান এনে দিতে পারেনি। মূলত এ রকম অর্থনৈতিক পটভূমিতেই জেন-জিদের উত্থান। তবে বাংলাদেশে যেভাবে জুলাই-আগস্টে শাসকেরা হত্যার উৎসবে মেতে উঠেছিল, অন্য জায়গাগুলোতে সে রকম নির্মমতা কম। তবে সবাই বিশেষভাবে ভয় পাচ্ছে উগান্ডার তরুণদের নিয়ে। মুসেভেনি শাসক হিসেবে নিষ্ঠুর। বাংলাদেশের মতো আফ্রিকার এই শাসকেরা দমনমূলক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর ব্যাপক সুবিধাভোগী। ঔপনিবেশিক আইন ও যাবতীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রেণিনির্বিশেষে জেন-জি জোরালো আপত্তি তুলছে। বন্দুকের মুখে তাদের এসব বলতে হচ্ছে। তবে আগের মতো আর তাদের বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে ভাগ করা যাচ্ছে না।

আফ্রিকার চলতি জেন-জি আন্দোলনগুলোকে পশ্চিমের প্রচারমাধ্যমে 'নেতৃত্বহীন' বলে প্রচার করা হলেও বাস্তবে এগুলো সংগঠকহীন নয়। তবে গতানুগতিক রাজনীতির নেতৃত্ব বলতে যা বোঝায়, এগুলোর সংগঠকেরা সে রকম ধাঁচের নন। তাঁরা পাজেরো বা ল্যান্ডরোভার নিয়ে চলাচল করছেন না এবং তাঁরা নিজেদের কোনো দলের স্বার্থ খুঁজেও হয়রান নন। এ রকম সবার 'মূলধন' হিসেবে দেখা যাচ্ছে স্মার্টফোনটিকে। এই অর্থে তাঁরা একটা টেকনো-জেনারেশনও। সে জন্য আফ্রিকার এক ভাষ্যকার লিখেছেন, 'আমাদের ডিজিটাল জেনারেশন অ্যানালগ রাষ্ট্রে'র বিরুদ্ধে লড়ছে।

বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া বনাম 'ভবিষ্যৎ দখল করো'

ইউরোপ-আমেরিকায় উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থান এবং গণতন্ত্রের দুর্দিনে এশিয়া ও আফ্রিকায় জেন-জি চলতি গণতান্ত্রিক আর্তি বৈশ্বিক পরিসরেও বেশ চমক তৈরি করেছে। অনেকে একে ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রাম আকারেও দেখছেন। কেউ কেউ আবার একে বলছেন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর পশ্চিমা গণতন্ত্রের আবেদনও ফুরিয়ে যাওয়া পরবর্তী অ্যানার্কিজমের কালপর্ব। এ রকম দাবিও আছে, এই কালপর্বকে তৈরি করেছে নতুন প্রযুক্তি। প্রযুক্তি জেন-জিকে তাদের ভাবনা প্রকাশের রাস্তা করে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো কেউই নীতিগতভাবে জেন-জির পাশে দাঁড়াচ্ছে না। নিজস্ব ভূরাজনৈতিক স্বার্থে কোথাও তারা জেন-জির প্রশংসা করছে, কোথাও আবার তাদের কাজ-কারবার নিয়ে একদম চুপ। যেমন কেনিয়ায় প্রেসিডেন্ট রুটো আমেরিকার বেশ প্রিয়ভাজন। আবার উগান্ডায় মুসেভেনির পতন চায় তারা। বাংলাদেশের জেন-জির মতোই আফ্রিকার কিশোর-তরুণেরা অবশ্য তাঁদের কাজে চীন-আমেরিকার দিকে তাকিয়ে নেই। তাঁদের সবার কথা, 'অকুপাই ফিউচার' (ভবিষ্যৎ দখল করো)।

আলতাফ পারভেজ ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

সৌ: প্র: আ:

ট্রাম্প জিতলে মার্কিন অর্থনীতি বিরাট ধাক্কা খাবে

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ

নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে শুধু আমেরিকান গণতন্ত্রের টিকে থাকা না থাকার প্রশ্ন জড়িত নয়। বরং এর সঙ্গে অর্থনীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের বিষয় আছে, যা কিনা বাকি বিশ্বের ভবিষ্যতের ওপরও প্রভাব ফেলবে। আমেরিকান ভোটাররা এখন দুটি ভিন্ন নীতির উদ্দেশ্যগুলোর কোনটিকে বেছে নেবেন, সেই বিবেচনার মুখে পড়ে গেছেন।

যদিও ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এখনো তাঁর অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে খোলাসা করেননি। আন্দাজ করা যাচ্ছে, তিনি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিদ্যমান কর্মসূচির মূল নীতিগুলোকে ঠিক রাখবেন। যেমন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ধরে রাখা, পরিবেশ সংরক্ষণ (গ্রিনহাউস-গ্যাস নির্গমন হ্রাসসহ), জীবনযাত্রার খরচ কমানো, প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা বজায় রাখা, জাতীয় অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো এবং বৈষম্য কমানো।

বিপরীতে অধিকতর ন্যায়সংগত, শক্তিশালী ও টেকসই অর্থনীতির বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো আগ্রহ নেই। এসবের বদলে তিনি কয়লা ও তেল কোম্পানিগুলোকে 'ব্ল্যাংক চেক' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা ইলন মাস্ক ও পিটার থিয়েলের মতো শতকোটিপতিদের উৎফুল্ল করেছে। ট্রাম্পের এই নীতিকে মার্কিন অর্থনীতিকে দুর্বল, কম প্রতিযোগিতামূলক এবং অধিক বৈষম্যমূলক করার একটি 'রেসিপি' বলা যেতে পারে। একদিকে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য লাগসই নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন; অন্যদিকে ধাক্কাগুলো সামলানো এবং নতুন সুযোগগুলো আয়ত্তে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ট্রাম্প ও কমলা—কে কীভাবে এই বিষয়গুলো পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়েছি। ট্রাম্প গদিতে থাকা অবস্থায় কোভিড-১৯ মহামারি খুব খারাপভাবে মোকাবিলা করেছিলেন এবং তাঁর ভুল পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়। নজিরবিহীন যেকোনো পরিস্থিতি সামনে এলে তা মোকাবিলায় সর্বোত্তম বিজ্ঞাননির্ভর সিদ্ধান্ত দরকার। ট্রাম্পের মধ্যে সেই

বিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনার অভাব সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে কমলা হ্যারিসের মধ্যে এমন এক নেতৃত্ব দেখা যায়, যাতে তাঁকে বাণিজ্য ও অর্থনীতির সুষম সমাধানে চিন্তাশীল এবং বাস্তববাদী বলে মনে হয়। ট্রাম্পের মধ্যে আমরা এমন এক আবেগপ্রবণ ও আত্মরতিমগ্ন মানসিকতা দেখতে পাই, যাতে মনে হয়, তিনি বিশৃঙ্খলাকেই এগিয়ে যাওয়ার সোপান মনে করেন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষতাকে খারিজ করে দেন।

চীনের হুমকি মোকাবিলায় ট্রাম্প যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, সেটির কথা ভাবুন। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চীন থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ বা তার চেয়েও বেশি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাব দেওয়ার পর যেকোনো বুঝদার অর্থনীতিবিদের ট্রাম্পকে বোঝানো উচিত যে এটি করা হলে যুক্তরাষ্ট্রে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। এতে শুধু চীন থেকে সরাসরি আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়বে না, চীনা খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়, এমন অনেক স্থানীয় পণ্যের দামও বেড়ে যাবে। এতে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের আমেরিকানদের ওপর খরচের ধাক্কা আসবে। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়বে। এর চেয়ে খারাপ খবর হলো, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের স্বাধীনতাকেও হুমকিতে ফেলার মতো চরম অবস্থান নিয়েছেন। সেদিক থেকে ভাবলে বোঝা যায়, ট্রাম্প যদি আরেক দফা ক্ষমতায় আসেন, তাহলে মার্কিন অর্থনীতি অনিশ্চয়তায় পড়বে। বিনিয়োগ হতাশাজনক জায়গায় যাবে। প্রবৃদ্ধি ধাক্কা খাবে এবং প্রায় নিশ্চিতভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়বে।

যদিও ট্রাম্পের মতো জনতুষ্টিবাদী বক্তৃতাবাজ নেতারা বিনিয়োগ ঘাটতি নিয়ে চিন্তা করেন না, তবে তাঁর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরকার এবং বাইরের বিনিয়োগকারীদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।

কারণ অ-উৎপাদনশীল ব্যয়ের ফুলেফেঁপে ওঠা আশঙ্কাজনকভাবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে, অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা কমাবে এবং বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। ট্রাম্প যদি ক্ষমতায় আসেন এবং বাইডেন প্রশাসনের স্বাক্ষরিত মূল্যস্ফীতি হ্রাস আইন বাতিল করেন, তাহলে তা কেবল পরিবেশের জন্যই খারাপ হবে না, বরং দেশের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্ববহ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই আইন বাতিল করলে ওষুধশিল্পকে অস্থির হবে। ওষুধ উৎপাদনের খরচ কমিয়েছে এমন বিধানগুলো তখন বাদ পড়ে যাবে। এতে স্বাস্থ্য খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের শক্তিশালী প্রতিযোগিতা নীতিগুলোকে ট্রাম্প গুটিয়ে নিলে তা যুক্তরাষ্ট্রে আবার বৈষম্য বাড়াবে। বাকি বিশ্বে এর প্রভাব পড়বে।

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

ধেয়ে আসছে সুপার টাইফুন ‘ইয়াগি’

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনে তাণ্ডব চালানোর পর এবার চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের ধিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী সুপার টাইফুন ‘ইয়াগি’। চলতি বছর চীনে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে। ঝড়ের প্রভাবে চীনের হাইনান প্রদেশে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ফ্লাইট চলাচলা বাতিল করা হয়েছে।
সুপার টাইফুন ইয়াগির নাম দিয়েছে জাপান। এর অর্থ- ছাগল। গত সপ্তাহে এটি ব্যাপক শক্তি নিয়ে ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছিলো। জানা গেছে, ঝড়টি সর্বোচ্চ ২০৯ কিলোমিটার বেগে আঘাত হানবে। আটলান্টিক সাগরে সৃষ্ট ৫ ক্যাটাগরির হ্যারিকেন বেরিলের পর বিশ্বে এটিই হতে যাচ্ছে এ বছরের দ্বিতীয় শক্তিশালী সাইক্লোন। শুক্রবার দক্ষিণ চীন সাগরে টাইফুনটি আছড়ে পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা।
বৃহস্পতিবার সকালে ইয়াগির কেন্দ্রস্থল গুয়াংডং প্রদেশের ঝানজিয়াং শহর থেকে এটি ৬১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছিল। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানায়, ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ইয়াগি।
ইয়াগির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে গুয়াংডং এবং হাইনান প্রদেশে। কিয়ংহাই এবং দিয়ানবাইয়ে ভূমিধস হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। ইয়াগির ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় এরইমধ্যে হাইনানে ট্রেন এবং নৌ চলাচল স্থগিত করা হয়েছে।
হংকং এবং ম্যাকাওসহ চীনের দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্ক সংকেত। হংকং এর উপকূলীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তিনি কিশোরের লাশ টেনে নিয়ে গেল ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। তাদের বর্বরতায় নির্বাক গোটা বিশ্ব। এবার প্রকাশ্যে এল নতুন আরেক নৃশংসতার দৃশ্য।
অধিকৃত পশ্চিম তীরের তুবাস গভর্নরেটের ফারা শরণার্থী শিবিরে ১৬ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করে ইসরায়েলি বাহিনী। এরপর তার মৃতদেহ সামরিক বুলডোজার দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে ইহুদিবাদী সেনারা। বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা ওয়াফা এ তথ্য জানিয়েছে।
সংস্থাটি জানিয়েছে, সেনারা কিশোরটির দিকে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে, তাকে গালাগালি করে এবং অ্যাম্বুলেন্স ক্রুদের তার কাছে পৌঁছাতে বাধা দেয়। তারপর তারা একটি সামরিক বুলডোজার ব্যবহার করে তাকে ক্যাম্প থেকে টেনে নিয়ে যায়।
নিহতের নাম মাজেদ ফিদা আবু জেইনা বলে শনাক্ত করেছে সংস্থাটি।
ইসরায়েলি বাহিনী তুবাস শহরে একটি গাড়িতে বোমা হামলার সময় এই হত্যাকাণ্ড ঘটল। বৃহস্পতিবার ভোরে আরও পাঁচজন ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ধর্মীয় ঐক্যের ডাক দিলেন পোপ ফ্রান্সিস

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়া সফর করছেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের চার দেশ সফরের অংশ হিসেবে দেশটি সফর করছেন তিনি। এরপর তিনি পাপুয়া নিউগিনি, পূর্ব তিমুর ও সিঙ্গাপুর যাবেন। ৮৭ বছর বয়সি পোপ ফ্রান্সিস তৃতীয় পোপ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া সফরে গেছেন। শেষবার ১৯৮৯ সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল ইন্দোনেশিয়া সফর করেছিলেন।
দেশটিতে চরমপন্থা ও অসহিষ্ণুতা মোকাবিলা করতে ধর্মীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। বুধবার সকালে ইন্দোনেশিয়ায় দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর সাথে দেখা করার পর এই কথা বলেন তিনি।
পোপ বলেন, ‘একটি শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ জোরদার করতে চায় চার্চ।’
চরমপন্থিরা ধর্মের বিকৃতির মাধ্যমে প্রতারণা ও সহিংসতা ব্যবহার করে তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট উইদোদোও বলেন, ‘ভ্যাটিকানের সঙ্গে মিলে ইন্দোনেশিয়া একটি ক্রমবর্ধমান অশান্ত বিশ্বের মধ্যে স্বাধীনতা ও সহনশীলতা ছড়িয়ে দিতে চায়।’
ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৮০ লাখ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান বাস করেন, যা মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশের কম। আর মুসলমানের সংখ্যা ২৪ কোটি ২০ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ শতাংশ।
ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্ম ছাড়াও আরো চারটি ধর্মকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ইন্দোনেশিয়া। এগুলো হলো হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রোটেস্ট্যান্ট ও কনফুসিয়ানিজম।
মসজিদ ও ক্যাথিড্রালের মধ্যে একটি ‘বন্ধুত্বের টানেল’ রয়েছে, যেটি এই দুই ধর্মের প্রার্থনাস্থলকে সংযোগ করেছে। পোপ ২৮ মিটার টানেলটি পরিদর্শন করেছেন, যা ইস্তিকলাল মসজিদকে রাস্তার ওপারে একটি ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালের সঙ্গে সংযুক্ত। বৃহস্পতিবার জাকার্তায় অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় ইস্তিকলাল মসজিদে স্বীকৃত ছয় ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন পোপ ফ্রান্সিস।

মুসলিম দেশে কোক-পেপসির ব্যবসায় ধস, কমছে চাহিদা

আপনজন ডেস্ক: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে কয়েক দশক ধরেই ব্যাপকহারে ব্যবসা করে আসা কোমল পানীয় কোম্পানি কোকা-কোলা ও পেপসিকো এবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। গাজা যুদ্ধের ইস্যু নিয়ে স্থানীয় কোমল পানীয়গুলোর কাছে ব্যবসা হারাতে বসেছে এই দুই কোম্পানি। আমেরিকার প্রতিষ্ঠান কোক ও পেপসি ইসরায়েল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। দাবি করা হয়ে থাকে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় যে ব্যয় হচ্ছে, তার একটা অংশ বহন করছে কোকা-কোলা। অবশ্য প্রতিষ্ঠানটি এই দাবি অস্বীকার করে আসছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলা ও ওই দুই কোম্পানি আমেরিকার মালিকানাধীন হওয়ায় পাকিস্তান থেকে মিসরের মতো মুসলিম দেশগুলোতে বয়কটের মুখে পড়েছে তাদের ব্যবসা। মিসরে চলতি বছর কোকের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে স্থানীয় ব্র্যান্ড ভিসেভেন মধ্যপ্রাচ্য এবং আরও কিছু অঞ্চলে গত বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি ব্যবসা করেছে। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের হয়ে অর্থায়ন করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ের ওপর বিজ্ঞাপন প্রচার করে বাংলাদেশে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে কোক। এর প্রভাব পড়ে বাজারেও। স্থানীয় মোজো কোম্পানির পানীয় বিক্রি বেড়েছে এই সুযোগে। এক পর্যায়ে বিজ্ঞাপনটি বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে গত বছরের

অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পেপসির ব্যবসাতেও ধস নেমেছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।
পাকিস্তানের এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সানবল হাসান গত এপ্রিলে করাচিতে তার বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবারের মেন্যু থেকে কোক এবং পেপসি বাতিল করে দেন। তিনি বলেন, তিনি অনুভব করতে চান না যে, তার অর্থ ইসরায়েলের কট্টর মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর খাতে পৌঁছেছে। হাসান বলেন, ‘বয়কটের মাধ্যমে, কেউ সেই তহবিলে অবদান না রেখে ভূমিকা পালন করতে পারে।’ তিনি জানান, তার বিয়ের অতিথিদের কোক-পেপসির বদলে পাকিস্তানি ব্র্যান্ড কোলা নেক্সট পরিবেশন করেছিলেন।
অবশ্য এমন ঘটনা একটা নয়। মুসলিম দেশগুলোর অনেকে অংশ নিয়েছেন কোক-পেপসি বয়কটের আন্দোলনে। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, সবমিলিয়ে কোক-পেপসি কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। এখনও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে বেশ ভালো ব্যবসা রয়েছে এই দুই প্রতিষ্ঠানের। পশ্চিমা পানীয় ব্র্যান্ডগুলোর ব্যবসা বছরের প্রথমার্ধে ৭ শতাংশ কমেছে।
পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ডেলিভারি অ্যাপ ক্রেভ মার্টের প্রতিষ্ঠাতা কাসিম শ্রফ রয়টার্সকে বলেছেন, কোলা নেক্সট এবং পাকোলার মতো স্থানীয় কোমল পানীয়র বিক্রি ১২ শতাংশের মতো বেড়েছে। অথচ কোক-পেপসির বয়কটের আগে এমনটা ছিল না। ভোক্তাদের পণ্য বয়কটের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, এই প্রতিবাদ এসেছে ১৮ শতকের ব্রিটেনে দাসপ্রথা বিরোধী প্রতিবাদের সময় থেকে। ২০ শতকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছিল বয়কটের আন্দোলন। এবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বয়কটের আন্দোলন।
কোকা-কোলা এবং পেপসিকো কেনা বন্ধ করেছেন এমন অনেক ক্রেতা এর কারণ হিসেবে বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা এবং ইসরায়েলের প্রতি কয়েক দশক ধরে আমেরিকা যে সমর্থন দিয়ে আসছে তার প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন তারা।
পেপসিকোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) র‍্যামন লাগুয়ার্তা বলেছেন, ‘কিছু ভোক্তা রাজনৈতিক ধারণার কারণে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে বিকল্প সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। লেবানন, পাকিস্তান এবং মিসরের মতো দেশে এর প্রভাব পড়েছে। সময়ের সাথে সাথে আমরা এ ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলব।’
প্রতিবেদন বলছে, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চল থেকে ২০২৩ সালে পেপসিকোর মোট আয় ৬ বিলিয়ন ডলার।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধে আরো সক্রিয় হচ্ছে জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: আইরিস-টি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েনের মাধ্যমে ইউরোপে সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করার লক্ষ্যে আরো এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে জার্মান সেনাবাহিনী।
বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) এই পদক্ষেপ নেয়াসহ রুশ হুমকি সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর।
২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের আগে জার্মানির সামরিক ক্ষমতা ধাপে ধাপে এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, যুদ্ধের সূচনার সময় ইউক্রেনকে সহায়তা এবং ন্যাটোর সুরক্ষার প্রশ্নে তার অসহায় অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।
চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎস পার্লামেন্টে ‘সাইটেনভেন্ডে’ বা যুগান্তকারী পরিবর্তনের উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা খাতে বিশাল অংকের এককালীন ব্যয়ের ঘোষণা করে সেই পরিস্থিতি বদলানোর উদ্যোগ নেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি শুরু হয়।
বুধবার এই প্রথম জার্মানির ভূখণ্ডে আইরিস-টি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল দেশটির সেনাবাহিনী।
রাশিয়ার হামলা মোকাবেলায় ইউক্রেনকে সাহায্য করতে জার্মানি এরইমধ্যে একাধিক আইরিস-টি সিস্টেম সরবরাহ করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুধু ইউক্রেন নয়, ন্যাটোর সঙ্গেও সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নেবেন বলে শোলৎস মনে করেন। তিনি বুধবার বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে রাশিয়া সমরসজ্জা বাড়িয়ে চলেছে। বিশেষ করে রকেট ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে সে দেশ বেশি সক্রিয় হচ্ছে।
পুতিন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলো অমান্য করে কালিনিনগ্রাদেও ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছেন, যা বার্লিন থেকে প্রায় ৫৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জার্মান চ্যান্সেলরের মতে, সেই হুমকির জবাব না দেওয়া অবহেলার সমান। রাশিয়ার হুমকির মোকাবেলা করতে জার্মানি বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ইউরোপীয় ‘স্কাই শিল্ড’’ নামের উদ্যোগের আওতায় ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা প্রতিহত করতে দূরপাল্লার অস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে।

কমলা হ্যারিসের হাসিতে মুগ্ধ পুতিন, দিলেন সমর্থনও

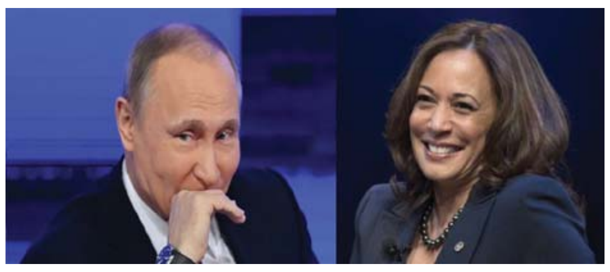

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়া ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের জয় চায় বলে মন্তব্য করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বদলে হ্যারিসকে পছন্দ করার কারণ হিসেবে তার ‘সংক্রামক’ হাসির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসকে জয়ী দেখতে চাওয়ার বিষয়ে এমন বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন পুতিন।
রুশপন্থী প্রচারণা চালিয়ে নভেম্বরের নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কথিত বেআইনি পরিকল্পনার ঘটনায় রাশিয়ার গণমাধ্যমের দুই নির্বাহীকে মার্কিন বিচার বিভাগ অভিযুক্ত করার একদিন পর পুতিন এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন।
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী দৌড় থেকে জো বাইডেন সরে যাওয়ার আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে জো বাইডেনকে বেশি পছন্দ করেন। কারণ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন পুরোনো ঘরানার রাজনীতিবিদ; যাকে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে মস্কো প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্পের জয় চায় বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিশ্বাস করে। কারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে ট্রাম্প খুব বেশি প্রতিশ্রুতিশীল নন।
এখন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে কীভাবে দেখছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের একটি অর্থনৈতিক ফোরামে পুতিন বলেছেন, এটা আমেরিকান জনগণের পছন্দ। এর পরপরই তিনি বলেছেন, হ্যারিসের প্রতি সমর্থন দেওয়ার জন্য বাইডেন তার সমর্থকদের আহ্বান জানিয়েছেন। আমরাও তাই করব, আমরা তাকে সমর্থন করব। রুশ প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্যের সময় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও পুতিন-- উভয়কে হাসতে দেখা যায়। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের কাছ থেকেও সাধুবাদ পান তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলাডেলফি করিডোর থেকে সেনা সরাতে যে শর্ত দিলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ গাজা ও মিসরের মধ্যকার ফিলাডেলফি করিডোর থেকে ইসরায়েল সেনা সরাবে না বলে সাফ জানালেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে একটি শর্তে সেখান থেকে দেশটি সেনা সরাতে পারে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।
বুধবার জেরুজালেমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ইসরায়েল শুধু তখনই গাজায় একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবে যখন এমন নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যে, ফিলাডেলফি করিডোরকে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের জীবনরেখা হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
নেতানিয়াহু বলেন, এমনটি না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে আছি। একটি চুক্তির প্রথম পর্যায়ে তথাকথিত ফিলাডেলফি করিডোর থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রত্যাখ্যানের পুনরাবৃত্তি করেছেন নেতানিয়াহু। চুক্তিটি ৪২ দিন স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ইসরায়েলের দাবি, এই চুক্তির পর একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার জন্য তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, যুদ্ধের পরে যারাই গাজা শাসন করুক না কেন তারা করিডোরটিকে হামাসের জন্য অস্ত্র ও সরবরাহ চোরাচালানের পথ হিসেবে ব্যবহার করতে বাধা দিতে সক্ষম।
নেতানিয়াহু বলেছিলেন, কাউকে সেখানে থাকতেই হবে।
ইসরায়েলের ওপর হামাসের ৭ অক্টোবর হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমাকে এমন কাউকে দেখান যিনি শুধু কাগজে, কথায় কিংবা স্লাইডে নয় বরং এটি করে দেখাবে যে, তারা আসলে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সেখানে যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে সক্ষম। এসময় তিনি আরো বলেন, আমরা বিষয়টি বিবেচনা করতে উন্মুক্ত। তবে, এখনই এমনটি ঘটবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। মিসরের সীমান্তবর্তী গাজা উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ফিলাডেলফি করিডোর গাজায় যুদ্ধ থামাতে এবং ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে ইসরায়েলি জিম্মিদের দেশে ফিরিয়ে আনার একটি চুক্তির অন্যতম প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নেতানিয়াহু করিডোরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য জোর দিয়েছেন। সেখানে ইসরায়েলি সেনারা কয়েক ডজন সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, সেগুলো হামাসকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪ মি.

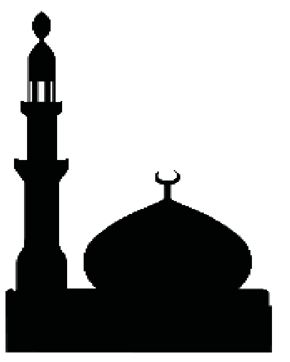

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৯	৫.২১
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.০৩	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ায় স্কুলে গুলি, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আপালেচি হাইস্কুলে এলোপাতাড়ি গুলিতে চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন।স্থানীয় সময় বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। হামলার কারণও জানা যায়নি।
অঙ্গরাজ্যের তদন্তকারী ব্যুরো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে হতাহতের এ সংখ্যা নিশ্চিত করেছে। বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে দুজন শিক্ষক, দুজন শিক্ষার্থী। সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে আটক করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আরাকান আর্মিসহ মিয়ানমারের ৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে প্রধান তিনটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা। গত বছর থেকে এই গোষ্ঠীগুলোর সদস্যরাই সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দেশটির উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা দখলে নিয়েছেন। জান্তা পরিচালিত সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমার জানিয়েছে, আরাকান আর্মি (এএ), মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং টা’আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মিকে (টিএনএলএ) ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। দেশটির সন্ত্রাসবিরোধী আইন অনুসারে, সন্ত্রাসী ঘোষিত এসব গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বা সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বেআইনি বলে বিবেচিত হবে।
সেনাবাহিনীর স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিলের (এসএসি) চেয়ারম্যান সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইংকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, যারা এই ‘সন্ত্রাসীদের’ সঙ্গে যোগাযোগ করে, তারাও ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ করছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। তাদের হটাতে গত বছরের শেষের দিকে ‘থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স গঠন করে তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি, এমএনডিএএ এবং টিএনএলএ।

কলেরায় বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়েছে ৭১ শতাংশ: ডব্লিউএইচও

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ২০২৩ সালের বৈশ্বিক কলেরার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বুধবার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে কলেরায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ শতাংশ বেশি ছিল। এছাড়া কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ৭১ শতাংশ বেড়েছে।
ডব্লিউএইচও এক বিবৃতিতে বলেছে, গত বছর চার হাজারেরও বেশি মানুষ এমন একটি রোগে মারা গেছেন, যা প্রতিরোধযোগ্য এবং সহজে চিকিৎসাযোগ্য। ২০২৩ সালের কলেরা পরিস্থিতি নিয়ে ডব্লিউএইচও’র কাছে নিজেদের তথ্য দিয়েছে ৪৫টি রাষ্ট্র। সেসব তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে ডব্লিউএইচও। দেশগুলোর কলেরা রোগীর তথ্যে দেখা গেছে, আক্রান্তদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু।
ডব্লিউএইচও’র প্রতিবেদন বলছে, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, অপর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, বাস্তুচ্যুতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ গত বছর কলেরার প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।
সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কলেরার ভৌগলিক বন্টন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। গত বছর আফ্রিকার দেশগুলোতে কলেরা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা হিসেবে ১২৫ শতাংশ।

প্রথম নজর

শিক্ষক দিবসে সম্বর্ধনা প্রদান পুরোহিতকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার মেদিয়া হাইস্কুলের তরফে সম্বর্ধনা প্রদান করা হল স্বপন চক্রবর্তীকে। পেশায় স্বপন বাবু একজন ভূমিহীন পুরোহিত, আপন বলতে তার স্ত্রী উমা চক্রবর্তী, বিগত এক বছর ধরে তিনি বিদ্যালয়কে পর্যায় ক্রমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি প্রদান করেছেন। এ দিন বিদ্যালয়ের প্রধান এম মুনির হোসেন জানান, 'স্বপন বাবু বিদ্যালয়ের সময় ও অসময়ে বন্ধু, দীর্ঘ সময় ধরে আইনি জটিলতা থাকায় বিদ্যালয়ের গ্রুপ - ডি এর পদও সামলেছেনা' বিদ্যালয়ের পরিচলন সমিতির সভাপতি অসীম ব্যানার্জি জানান, 'স্বপন চক্রবর্তী একজন অসাধারণ মানুষ । তিনি প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে মূর্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে জাগরিত হবে আদর্শ ও মানবিকতাকার বার্তা।

'মেধাবিকাশ মিশনে' চাঁদের হাট

আসিফা লস্কর ● আমতলা

আপনজন: আঁধারমানিক 'মেধাবিকাশ মিশনে' আজ ছিল চাঁদের হাট। শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত-শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীর দ্বারা আবার আজ মিশন সমৃদ্ধ হল। বাংলা ইংরেজি হিন্দি এবং প্রয়োজনীয় আরবি বা ধর্ম শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ পরিবেশে বাচ্চা গড়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে। ইংরেজিতে কথাবার্তা বলা সহ বহুমুখী মানুষ গড়ার কারখানা "মেধাবিকাশ" মিশন। সমাজের বহুমুখী প্রতিভাধর ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক গাইড ও প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের সর্বোচ্চ মানের সুনাগরিক গঠন করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বহুমুখী ভাবনায় সমৃদ্ধ অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি এবং তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের কথা শুনে আর ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ সমৃদ্ধ হল। তারা নতুন করে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা দুর্জয় কে জয় করবে সেই মতো তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল।

সেরপুর বেঙ্গল পাবলিক স্কুলে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খড়গ্রাম

আপনজন: ৫ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ড: সর্ব পল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিনে মাল্যদান সুস্থ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের ভূমিকা এবং অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের সর্ম্বধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সেরপুর বেঙ্গল পাবলিক স্কুলে । এক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক জাইদুর রহমানের উদ্যেগে বেশ কয়েকবছর অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের সর্ম্বধনা দিয়ে আসছেন ,গত বছর বেঙ্গল পাবলিক স্কুলের কর্ণধার মীর আফসার আলী সাহেবের উদ্যেগে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে । এ বছর অবসরপ্রাপ্ত ২২ জন শিক্ষককে সর্ম্বধনা জ্ঞাপন করা হয় ।

এনএসকিউএফ শিক্ষকরা বাটি হাতে ভিক্ষা করলেন রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শিক্ষক দিবসে এনএসকিউএফ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা সুবিচারের দাবিতে বাটি হাতে ভিক্ষা করলেন / শিক্ষক দিবসে এনএসকিউএফ শিক্ষকরা সামাজিক সুরক্ষা, নিয়মিত বেতনের দাবিতে হাওড়ায় বাটি হাতে ভিক্ষা করলেন।
শিক্ষক দিবসে এমনই এক দৃশ্য ধরা পড়লো হাওড়া সরকারী বাসস্ট্যান্ডে বাটি হাতে ভিক্ষাবৃত্তি করলেন এনএসকিউএফ শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা । মূলত রাজ্যের ১৬১১ টি সরকার ও সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ টি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে (যেমন - ইনফরমেশন টেকনোলজি, হেল্থ কেয়ার, অ্যাপারেল, প্লাম্বিং, ফুড প্রসেসিং, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি) ২৯০০ জন কর্মরত। ২০১৩ থেকে এই শিক্ষকদের সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে "ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনের" অন্তর্গত ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনএসকিউএফ) প্রকল্পে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্থায়ী বিষয়গুলিতে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দ্বারা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘ ১১ বছরে কোনোরূপ বেতন বৃদ্ধি হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা শিক্ষকদের চাকরী থেকে ছাঁটাই করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে সরকারী আধিকারিকদের মদতে যখন তখন ছাঁটাই করছে এবং ২১৮ জন যোগ্য ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করা হয় বলে অভিযোগ।

শিক্ষক দিবসে কেক কেনার হিড়িক বড়ঞা এলাকায় দোকানে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ছিল শিক্ষক দিবস। ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিনটি পালন করা হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে দিনটি পালন করা হবে। তবে এবার বড়ঞা এলাকায় এই দিনে কেক কাটার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। বেসরকারি স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা কেক কেটে উদযাপন করছেন। আর তাতেই বাজারে কেকের চাহিদা তুঙ্গে বলে দাবি বেকারি ব্যবসায়ীদের। শিক্ষক রাহুল সেখ বলেন গত কয়েক বছর ধরে কেক কেটে এভাবে জন্মদিন পালনের প্রচলন শুরু হয়েছে। পড়ুয়ারাই সমস্ত আয়োজন করছে। প্রসঙ্গত ৫ সেপ্টেম্বর ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর জন্মদিনেই শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। পড়ুয়ারা তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য শিক্ষক দিবস পালন করে। এই দিনে পড়ুয়ারা স্কুল কলেজ সহ প্রাইভেট টিউশনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান জানাতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাধাকৃষ্ণণের ছবিতে মাল্যদান করা হয়। শিক্ষক- শিক্ষিকাদের প্রণাম জানিয়ে পড়ুয়ারা নানান উপহার দেয়। পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করানো ও খাওয়াদাওয়ারও আয়োজন করা হয়। গত কয়েক বছরে এই দিনটিতে কেক কাটার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। বড়ঞা এলাকায়। প্রায় প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়ারা কেক কেটে জন্মদিন পালন।করছে। ফলে বাজারে কেকের চাহিদাও তুঙ্গে উঠছে। বড়ঞা কুলি চৌরাস্তা শিক্ষক খায়রুল হক, বলেন আমরা ছোটবেলায় অন্যরকমভাবে এই দিনটি উদযাপন করতাম। ক্লাসরুম সাজিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম। স্কুলের শিক্ষকদের জন্য তাঁদের পছন্দের খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে যেতাম। সকলে মিলে মিষ্টিমুখ করা হতো। তবে গত প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। এখন কেক কেটে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। শুধু এই দিনে নয় বিশেষ যে কোনও দিনেই কেক কাটছে নতুন প্রজন্ম।বড়ঞা একটি বেকারির মালিক বুলু সেখ বলেন শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কেকের চাহিদা বেড়েছে। গত কয়েক বছর ধরে অর্ডার আসছে। যত দিন যাচ্ছে তত চাহিদাও বাড়ছে। এবার আমাদের বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজ থেকে অর্ডার এসেছে। প্রায় ৫০ পাউন্ড কেকের অর্ডার পেয়েছি। এই দিনে কেকের চাহিদা বেড়েছে। তবে এবছর আরজি কর কাণ্ডের জন্য অন্য বছরের তুলনায় কিছুটা চাহিদা কম রয়েছে। একটি দোকানদার রাজেশ বলেন বড়দিন উপলক্ষ্যে কেকের চাহিদা সব থেকে বেশি থাকে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বরণ ভাঙড় কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড় মহাবিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বরণীয় মুহূর্ত ভাঙড় মহাবিদ্যালয় পরিচলন সমিতির সভাপতি বাহারুল ইসলাম বাপ্পা ও ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বীরবিক্রম রয় ও পরিচালন সমিতির সরকারি প্রতিনিধি সাবিরুল ইসলাম রিন্টু ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগন।
তবে একই পরিবারের নিজের দুই ভাই ভাঙড় মহাবিদ্যালয় পরিচলন সমিতির সভাপতি বাহারুল ইসলাম বাপ্পা আর ভাঙড় পরিচালন সমিতির সরকারি প্রতিনিধি সাবিরুল ইসলাম রিন্টু পরিচালন সমিতিতে স্থান পাওয়ায় ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি চন্দনেশ্বরে

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর থানার অন্তর্গত চন্দনেশ্বর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। শিক্ষক দিবসে ধোসা চন্দনেশ্বর অঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী তপন কুমার মন্ডল। জেলা পরিষদের সদস্য তপন কুমার মন্ডল জানিয়েছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, উষ্ণতম হয়ে উঠছে পৃথিবী।

টাকি টাউন তৃণমূলের শিক্ষক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: শিক্ষকরা হলেন সমাজ গড়ার কারিগর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন শিক্ষকেরা। সারা বিশ্বে ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। প্রতিটি শিক্ষাক্ষেত্রে মহা সমারোহের সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে সম্মান জানানোর জন্যই ৫ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ টাকি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই দিনটি মহা সম রহে পালিত হয় টাকি সংস্কৃতিক মঞ্চে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক ডঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক,ছিলেন টাকি পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জি, এবং যার উদ্যোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠান টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী, ছিলেন টাকি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ দাস সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। এদিন শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে টাকি পৌরসভার বিভিন্ন শিক্ষকদের সম্মান স্বরূপ বিশেষ জিনিসপত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ দিনের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।
এদিনের এই শিক্ষক দিবস উপলক্ষ করে টাকি সংস্কৃতিক মঞ্চে সকাল দশটা থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী বলেন, আমরা এই দিনটি প্রতিবছর পালন করি মহা সমারোহে। এলাকার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এক জায়গায় করে তাদের সম্মান স্বরূপ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল ছাত্র ছাত্রী বক্তৃতা থেকে শুরু করে কবিতা পাঠ এবং গান করে।

বৌমার প্রেমিকের হাতে শাশুড়ি জখম, ভয়ে আত্মঘাতী প্রেমিক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বৌমার সাথে পড়শী যুবকের মাঝরাতে অন্তরঙ্গ অবস্থায় চিত্র নজরে আসতেই চিৎকার করে বসে বৌমার শাশুড়ি। সেই চিৎকার কাল হয়ে দাঁড়ায় শাশুড়ির।
চিৎকার শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে প্রেমিক আর ঠিক তখনই ধারালো দা দিয়ে প্রেমিকার শাশুড়ির গলায় কোপ মারে পড়শি প্রেমিক যুবক। চোট গুরুতরভাবে আঘাত হানে যার প্রেক্ষিতে শাশুড়ি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। অন্যদিকে ঘটনার পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন প্রেমিক। ঘটনাকে ঘিরে মল্লারপুর থানার আওদা বড়গ্রামে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।জানা যায় প্রতিবেশী উৎপল বাগদির সঙ্গে বাড়ির ছোট বৌয়ের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। পাড়ায় এনিয়ে বিস্তর গুঞ্জন ছিল। কিন্তু এতদিন তাদের হাতেনাতে ধরা যায়নি।ঘটনাটি বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ উৎপলকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেন শাশুড়ি ঝর্ণা মণ্ডল। ঘরের মধ্যে বৌমার সাথে পড়শী যুবককে আপত্তিকর অবস্থায় দেখেই চিৎকার করে ওঠেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে রাখা দা দিয়ে তাঁর গলায় কোপ মারে বলে উৎপলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। চিৎকার শুনে লোক জড়ো হতেই উৎপল ভয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। ঝর্ণাদেবীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ক্যানিংয়ে 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা' বাংলো বাড়ির হদিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: শান্তিনিকেতনে পার্থ অর্পিতার পর এবার সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলার সন্ধান পাওয়া গেল ক্যানিংয়ে। যা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক গুঞ্জন।আর জি কর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ফান্ডের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। ক্যানিংয়ের এই বাংলো বাড়িটির তার নামেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের ঘুটিয়ারি শরীফের নারায়ণপুর মৌজাতে কেনা হয়েছে কয়েকশো বিঘা জমি। শুধু জমি কেনা হয়েছে তাই নয়, সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে বড় বাংলো বাড়ি। স্থানীয় বেশ কিছু যুবক সেখানে ফার্ম হাউস তৈরি করেছেন। কিন্তু পুরোটাই চলতো সন্দীপ ঘোষের নির্দেশ মতোই। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপচয়, ভেন্ডর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ছাড়াও বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট বিনিয়মভাবে বিক্রি করে দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই । তদন্ত নেবে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দীপ ঘোষ সহ বেশ কয়েকজনকে। সেই সন্দীপ ঘোষের একটি বাংলো বাড়ির হদিশ মিলেছে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। বাড়িটির নাম 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা'। তবে সেই বাড়ির কেয়ারটেকার জাকির লস্কর বলেন, তিনি মাঝেমধ্যেই পরিবার নিয়ে এই নারায়ণপুরের বাংলো বাড়িতে আসতেন। প্রায় দু বছর আগে তিনি এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। সারাদিন থাকতেন। খাওয়া দাওয়া করতেন। দিনের বেলা সময় কাটাতেন। তারপর বেরিয়ে যেতেন। তবে সেই বাড়িটি এখন তালাবন্ধ দীর্ঘদিন ধরেই যোগাযোগ বন্ধ সেই বাড়ির কেয়ারটেকার এর সঙ্গে। আরজি করের ঘটনা ঘটার পর থেকে নারায়ণপুরের সেই বাড়িতে আর যাননি সন্দীপ ঘোষ।
ইতিমধ্যে কয়েকশো বিঘা জমি ঘিরে রাখা হয়েছে এই বাংলো বাড়িকে কেন্দ্র করে। সব জমি এই সন্দীপ ঘোষের কিনা বলতে পারেননি এলাকার মানুষজন।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পৌরসভা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন:অবৈধ নির্মাণ ভাঙল বালুরঘাট পৌরসভা। বালুরঘাট পৌরসভার অন্তর্গত মিলন সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তি অবৈধভাবে বাড়ির সীমানা বাড়িয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন । যার ফলে ওই ব্যক্তির প্রতিবেশীদের সমস্যা হচ্ছিল। প্রতিবেশী তরফে বালুরঘাট পৌরসভায় অভিযোগ দায়ের করলে বালুরঘাট পৌরসভার পক্ষ থেকে বহুবার ওই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ ঐ ব্যক্তি সেই বিষয়ে কর্ণপাত না করে অবৈধ নির্মাণ রেখে দিয়েছিলেন।
অবশেষে বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন সহ বিশাল টিম অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয়। যদিও বাড়ির মালিকের অভিযোগ এই বিষয়ে আদালতে মামলা চলছে। বালুরঘাট পৌরসভা এই নির্মাণ ভাঙতে পারেনা। এ বিষয়ে বালুঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, 'কিছু বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। এই বিষয়ে পাশের বাড়ির লোকের অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা সরকারি নিয়ম অনুসারে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

শিক্ষক দিবসে দফরপুর হাই স্কুলে শিক্ষকদের ভূমিকায় পড়ুয়ারা

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: দফরপুর রজত কাঞ্চন উচ্চ বিদ্যালয়ে জমজমাট ভাবে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক দিবস। শিক্ষকের ভূমিকায় ছাত্রছাত্রীরা সহ নাচ গান কবিতা বক্তৃতা নাটকের মাধ্যমে মুখরিত হয়ে ওঠে এদিনের প্রোগ্রাম।
৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ভারতবর্ষ ব্যাপি দিনটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের দফরপুর রজত কাঞ্চন উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল এ বছরের শিক্ষক দিবস। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের সমস্ত কিছুই পরিচালনা করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষকের ভূমিকায়ও ছিলেন তারাই। এদিন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য ক্লাসের ক্লাস নেন, পাশাপাশি আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক কালচারাল অনুষ্ঠানের। শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীসহ আগত অতিথিরা প্রথমেই মাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ছবিতে ।
এদিন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ,কবিতা আবৃতি ,বক্তৃতা, নিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। সবশেষে পরিবেশন হয় সচেতনামূলক নাটক। যা পরিবেশন করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এদিন স্কুলে উপস্থিত হন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকে ফুল দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। তিনারা বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন মূল্যবান কথা। বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে মুখরিত হয়ে ওঠে এদিনের অনুষ্ঠান।
উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিন্ময়সম সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা গণ।

কালিয়াচকের সাহাবাজপুরে সিগমা মিশনে সাড়ম্বরে শিক্ষক দিবস পালিত

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের কালিয়াচকের সাহাবাজপুরে অবস্থিত এক উচ্চামানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিগমা মিশন। ৫ই সেপ্টেম্বর স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতির জন্মদিন উপলক্ষে ভারতে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। সারা দেশের পাশাপাশি মালদার কালিয়াচকের সাহাবাজপুরের সিগমা মিশনে সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে পালিত করা হয় এই শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান। এদিনের এই শিক্ষক দিবসে নজরকাড়া সাংস্কৃতিক কবিতা আবৃত্তি, তাৎক্ষনিক বক্তব্য, সংগীত, শিক্ষনীয় নাটক, নৃত্য, গান ও গজলের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাঈম আসগার, প্রধান শিক্ষক মাসিউর রাহমান, সাবিউর রাহমান বিশ্বাস, শিক্ষক রাকিব সেখ, শিক্ষক জিয়াউল হক, শিক্ষক তাহের সেখ, সমাজসেবী মোজিবুর রাহমান আরও স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহ ছাত্রছাত্রীরা। সিগমা মিশনের প্রধান শিক্ষক মাসিউর রাহমান বলেন, আমাদের সিগমা মিশনে আমরা প্রতিবছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করে থাকি। মিশনের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষনীয় বার্তা দেওয়ার সাংস্কৃতিক এক অনুষ্ঠান। আজকের এই জাতীয় শিক্ষক দিবসে আমরা এটাই বলব, আগেকার তুলনায় এখনকার শিক্ষকদের শ্রদ্ধা সম্মান কমে গেছে অতএব ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। আজকের দিনে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক এই তিনটি উপাদানে মেলবন্ধন গড়ে উঠলে তবেই এই শিক্ষক দিবসের সার্থকতা আসবে বলে মনে করি। একজন আদর্শ শিক্ষক গোটা মানবজাতির সম্পদ। শুধু এই নয় যে শিক্ষক দিবসের দিনেই আমরা শিক্ষকদের সম্মান করব, শিক্ষকদের প্রতিটা দিন শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাব।

হরিহরপাড়ার স্কুলে শিক্ষক দিবস পালিত

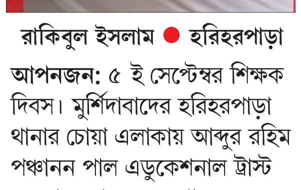

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার চোয়া এলাকায় আব্দুর রহিম পঞ্চানন পাল এডুকেশনাল ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে স্কুল প্রাঙ্গনে শিক্ষক দিবস পালন করা হল। বৃহস্পতিবার কলেজ ও আব্দুর রহিম মডেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষকদের নিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । প্রথমে ডঃ সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এই ট্রাস্টের সভাপতি সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। আজকে শিক্ষকদের সম্মান জানিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে ছাত্রছাত্রীরা, পাশাপাশি আজকের দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এবং দিনভর সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান করা হয়।ছাত্ররা কবিতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষকদের সম্মান জানায়।

শিক্ষক দিবস নবাবপুর হাই মাদ্রাসায়

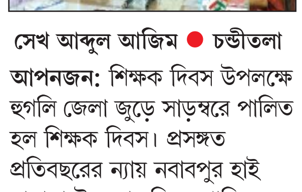

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে হুগলি জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল শিক্ষক দিবস। প্রসঙ্গত প্রতিবছরের ন্যায় নবাবপুর হাই মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিকে পালিত হল শিক্ষক দিবস। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জনাব ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী জানালেন আজকের দিনে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের এছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষা কর্ম বৃন্দ সকলে খাওয়া দাওয়ার যে ব্যবস্থা রয়েছে তারাই করেছেন।
ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লাসিত শিক্ষক শিক্ষিকারা খাওয়া দাওয়ার পরিবেশনে। উল্লেখ্য প্রথম দুটো পিরিয়ড ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের ভূমিকা নেয়। নতুন এক সংযোজন দেখা গেল ভগবতীপুর অঞ্চলের মসজিদের ইমাম সাহেবকে বাচ্চাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সম্মান প্রদান করে ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। আপ্লুত ইমাম সাহেব।

প্রথম নজর

সেহারা বাজার আল আমিন মিশনে শিক্ষক দিবস পালিত সাড়ম্বরে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: উদ্দীপনার সঙ্গে সেহারাবাজার রহমানিয়া আলামিন মিশনে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষক দিবসে ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্র পতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর জীবন নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। ছাত্রদের তরফ থেকে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর জীবনী নিয়ে গীতি আলেখ্য কবিতা ও বিশেষ বক্তব্য রাখা হয়। শিক্ষক দিবসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার রহমানিয়া আল আমিন মিশন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা বিশিষ্ট শিক্ষক হাজী কুতুব উদ্দিন , উপস্থিত ছিলেন সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশনের সহ-সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম ,রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সহ-সম্পাদক তথা রহমানিয়া আল আমিন মিশনের সহ-সভাপতি হাজী মাওলানা আশরাফ আলী মিশনের প্রধান শিক্ষক মোঃ সেলিম, মিশনের শিক্ষক উত্তম রায় ,প্রসেনজিৎ পাল ,শেখ সুরাফ আলি সহ মিশনের সমস্ত শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষক কর্মীরা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। রহমানিয়া আল আমিন মিশনের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন ছাত্রদেরকে আগামী দিনে প্রকৃত মানুষ হবার আহ্বান জানান। দেশ গঠনের শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা আছে সে কথা মনে করে দিয়ে ছাত্রদেরকে আগামী দিনে নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে হবে বলে ছাত্রদের কাছে আবেদন করেন । এই অনুষ্ঠানে ১১ জন ছাত্রকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় । অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্ররা শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে খুশি করেন।

শিক্ষক দিবসে ‘নব পল্লব’-এর উদ্বোধন সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন:শিক্ষক দিবসে উত্তর মালদহের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উ : মা :) এর দেওয়াল পত্রিকা ‘নব পল্লব’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে । এই পত্রিকার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভীক সেনগুপ্ত। তিনি পত্রিকাটি দ্বোধন করে বলেন, ‘ আমি খুবই আনন্দিত যে আমার বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা ছেলে মেয়েদের কলমের খোঁচায় আজ ড.সর্ব পল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন তথা শিক্ষক দিবসে উন্মোচিত হল দেওয়াল পত্রিকা ‘ নব পল্লব ‘। এই পত্রিকাটি আগামী দিনের ছাত্র ছাত্রীদের নিকটে পাথেয় হয়ে থাকবে। আমি চাই ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে সাহিত্যচর্চা ও করুক। ‘ পত্রিকার সম্পাদক ও সহ শিক্ষক এম ওয়াহেদুর রহমান বলেন, যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ও সাহিত্যচর্চা হারিয়ে যায় নি, বরং ছোটো ছোটো পত্র পত্রিকার দৌলতে উদীয়মান কলামিস্টরা নির্দ্বিধায় সাহিত্যচর্চা করে চলেছে যা যুগ সন্ধিক্ষণে অতিব তাৎপর্যপূর্ণ।’ এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অশিক্ষক কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে নাচ , গান, কবিতা আবৃত্তি,হাস্যকৌতুক , কুইজ প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো, তাৎক্ষণিক বক্তব্য,বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণীয় নাটক পরিবেশিত হয়।অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ের হলেও বাস্তবে বিদ্যালয় পাশ্ববর্তী এলাকার জনগণের উপস্থিতিতে তা গণ অনুষ্ঠানে পরিনত হয়।

স্কুলে দেওয়াল পত্রিকা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: শিক্ষক দিবসে অভিনব উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের। আরজিকরের ঘটনাকে সামনে রেখে ওয়াল পত্রিকার শুভ উদ্বোধন করা হল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। আজ ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। আজকের দিনে শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরাই শিক্ষকের ভূমিকায়। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস রুমে গিয়ে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক দিবসে সমস্ত প্রোগ্রামটাই ছাত্র-ছাত্রীরা আয়োজন করেছে জানালেন প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার শাসমল। প্রতি বছর, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মবার্ষিকী স্মরণে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। ওয়াল পত্রিকার শুভ উদ্বোধন করা হয়।এবারে ওয়াল পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে অন্বেষার অভয়া সংখ্যা। আরজিকরের ঘটনাকে সামনে রেখে আজকে এই ওয়াল পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে জানালেন প্রধান শিক্ষক। এর পাশাপশি সারাদিন ব্যাপী প্রীতি ভলি বল ম্যাচ হয় ছাত্র বনাম শিক্ষকদের। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারী মোঃ সাফি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার শাসমল, এসবিআই হরিহরপাড়া ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার আশীষ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

স্কুল শিক্ষক চলে যাবেন, তাই কান্নায় ভেঙে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও স্কুল শিক্ষক চলে যাবে কান্নায় ভেঙে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীরা।মালদার মানিকচক ব্লকের মানিকচক ১ চক্রের,শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘটনা।বেশ কয়একদিন আগে শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিয় স্যার চলে যাচ্ছেন অন্যত্র,সেই খবর শোনার পর থেকেই পড়ুয়ারা কান্নাকাটি করতে থাকে।প্রধান শিক্ষক মাসিদুর রহমানকে ঘিরে ধরে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে স্কুল ছেড়ে না যাওয়ার জন্য।সেই খবর ছড়িয়ে পড়তে অভিভাবকরাও অনুরোধ করেন বর্তমান বিদ্যালয়ে থাকার জন্য।স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী কান্নাই প্রধান শিক্ষক অবশেষে হার মানেন ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে অবশেষে নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টান প্রধান শিক্ষক।

শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসিদুর রহমান জানান, ‘বিদ্যালয়ে মোট ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকার পরও কার্যত আমাকে একাই বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ সামলাতে হচ্ছে। অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেভাবে কোনও সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। দিনে দিনে মানসিক রোগী হয়ে উঠেছি আমি। আমার কারণেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ এরকম হয়েছে, তাই পুরনো বিদ্যালয়ে বদলি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। কিন্তু খুদেদের ভালবাসার কাছে হার মানতে হল আমাকে।’ একদিকে কচিকাঁচাদের কান্নার, ছাত্রছাত্রীদের কাতর মিনতি, অন্যদিকে একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার অসহযোগিতা সবকিছুকে মেনে নিয়ে নতুন ছন্দে সকলেরই সহযোগিতার প্রসারিত হাতকে সম্বল করে স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রয়ে গেলেন শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

শিক্ষকদের সম্বর্ধনা জীবন্তিতে

উন্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এ বছরেরও শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কান্দির জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, গান এবং শিক্ষকদের সম্বর্ধনা মাধয্মে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক রাহিবুল সেখ, আরজুমা খাতুন, গৌর মন্ডল, সুমিত মন্ডল, তোকাজ্জুমান সেখ, আইজদ্দিন সেখ, প্রীতম মন্ডল, সাহাবুদ্দীন সেখ, আব্দুল্লা সেখ প্রমুখ্।প্রসঙ্গত ভারতবর্ষের অন্যতম মহান শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধা রাধাকৃষ্ণণ - এর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। সারা জীবন ভারতের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি অবিরাম পরিশ্রম করেছিলেন, তাই প্রতিবছর এই মহান শিক্ষাবিদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছর শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

জমিয়তের শক্তিপুর ইউনিট গঠন

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের জমিয়তে উলামা হিন্দের কমিটি গঠন হলো বেলডাঙ্গা ২ ব্লকের শক্তিপুর ইউনিট সভাপতি নির্বাচিত হলেন মাওলানা নূর কালাম সাহেব এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন হাফিজ রেজাউল করিম সাহেব উক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ওয়ার্কিং কমিটির সহ-সম্পাদক জনাব মুফতী ইসরাইল সাহেব, অফিস সেক্রেটারি মাওলানা মোজাফফর খান,মাওলানা নূর কালাম সাহেবের সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠন করা হয় আগামী তিন বছরের জন্য।জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ অরাজনৈতিক সংগঠন সব সময় দেশের জন্য জাতির জন্য কাজ করে যায়। সংগঠনের লক্ষ্য আগামীতে যেন দেশ ভালো চলে দেশের আইন-কানুন অটুট থাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জাতীয় সংহতি এক অপরের সঙ্গে মিল দিয়ে চলা ।আমাদের লক্ষ্য মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০ লক্ষ প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের প্রাণকেন্দ্রে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা ইউনিট গঠন করা হবে বলে জানান। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ইউনিটের সংখ্যা ৪৫ ।আর এই ইউনিটের পদাধিকারিকদের ভোটে নির্বাচিত হবে জেলা ইউনিট কমিটি।

এক বছর পর উদ্ধার কন্যাসহ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে তিন নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের সুতি থানার হিলোরা গ্রামের এক মহিলা। নিখোঁজ ডাইরি এবং পরবর্তীতে স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে রাজস্থান থেকে প্রায় এক বছর পর উদ্ধার করা হল একই পরিবারের চার সদস্যকে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার পুলিশের তৎপরতাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাদের। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, একই পরিবারের ৪ সদস্যকে অপহরণ করার অভিযোগে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মহিলাদের গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করার জন্য তাদের আদালতে পেশ করা হবে। এরপর আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। বৃহস্পতিবার তাদের জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

ডাইজেস্ট পয়েন্টে শিক্ষক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: উঃ ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত সুনামধন্য “ইংলিশ ডাইজেস্ট পয়েন্ট”’- কোচিংয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় এ বছরেও মহাসাড়ম্বরে হাদিপুরে (কালিতলা) উদযাপন হলো “শিক্ষক দিবস”। কোচিংয়ের কর্ণধার শিক্ষক এ.আহমেদ (একরামুল স্যার) প্রারম্ভে কেক কাটার পরেই জাতীয় সংগীতের কণ্ঠে সবাই কণ্ঠ মিলিয়ে অনুষ্ঠানটির পথ চলা শুরু হয়। এলাকার মানুষের মনে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এবং কুসংস্কারমুক্ত দেশ গড়তে কবিতা আবৃত্তি, শিক্ষার গুরুত্বের উপরে শিক্ষার্থীদের ইংলিশ বক্তব্য, যেমন খুশি-তেমন সাজো এমন অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি তৈরি করার লক্ষ্যে ও স্মার্ট করতে “যুক্তি দিয়ে মুক্তি নেওয়া” নামক প্রতিযোগিতা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নাটক হয়।

ডোমজুড়ে আধার কার্ড জালিয়াতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওগা

আপনজন: অবৈধ ভাবে তৈরি হচ্ছে আধার কার্ড!এমন অভিযোগের উপর ভিত্তি করে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো হাওড়া সিটি পুলিশের ডোমজুড় থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, ডোমজুড় বিডিও অফিসের পিছনেই চলছিল এই জাল আধার কার্ড তৈরি করার চক্র!টাকার বিনিময়ে অবৈধ উপায়ে আধার কার্ড তৈরি করার ব্যবসা চালাচ্ছিল এই চার অভিযুক্ত। প্রাথমিক জেরাতে ধৃতরা জানায়, তারা সামাজিক মাধ্যম থেকে বেশ কিছু ফোন নাম্বার পায় এবং তাদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা জানায় আধার কার্ড তৈরি করার মাধ্যম ও সঙ্গে যোগান দেয় লগ ইন করার জন্য ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড।

ডালখোলায় শিক্ষক সমিতির শিক্ষক দিবস

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: বৃহস্পতিবার, ডালখোলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে জাঁকজমকপূর্ণভাবে শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, যারা সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা—সুরজিৎ (কালু) পাল, মোহাম্মদ সফিক আলাম, এবং দেবকুমার ঘোষ। তাদের উদ্যোগেই ডালখোলা এবং করনদিঘী পূর্ব চক্রের শিক্ষকরা একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল। তার সাথে ছিলেন ডালখোলা শহর সভাপতি গোপাল রায়, যুব সভাপতি ও কাউন্সিলর রাকেশ সরকার, এবং হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি ও কাউন্সিলরের প্রতিনিধি অশ্বনী কর্ণ।

বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসায় শিক্ষক দিবস মহাসমারোহে

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: ৫ই সেপ্টেম্বর দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে শিক্ষকদের সম্মান জানিয়ে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসায় পালিত হল শিক্ষক দিবস ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত বিদ্যালয় এর বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে, এক ছাত্র বলেন শিক্ষকতা পেশা মহান পেশা আমিও এই পেশাতে আসতে চাই। আমার লক্ষ্য এই কাঠের টেবিল কিন্তু দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ নেই তাই আমি হতাশার মধ্যে ভুগছি। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তারপর গজল ও আবৃত্তি করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মীদের পেন গোলাপ এবং চকলেট দিয়ে বরণ করে নেয় পড়ুয়ারা। তারা তাদের মতন করে বক্তব্যও রাখেন। বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শিক্ষানুরাগী মিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান জানাতে গিয়ে পড়ুয়ারা নিজেদের বক্তব্য বহু দিক তুলে ধরেছে।মাদ্রাসার সহকারী প্রধানশিক্ষক জনাব লিয়াকত আলী বলেন শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মাদ্রাসার শিক্ষক আসফ আলি মল্লিক সাহেব শিক্ষক দিবসে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন জীবনে চলার পথে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা অন্যটি দীক্ষা, দীক্ষা পরিবারের তরফে আসে আর শিক্ষা আসে শিক্ষকদের তরফে।তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বহু সময় শিক্ষকের থেকে তার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা পেয়ে যান দীক্ষাও ।ফলে জীবনে আগামীর চলার পথ খুবই সহজ হয়ে ওঠে। মাদ্রাসার সেক্রেটারি তাহের বাবু তিনি বলেন দেশের আদর্শ নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে শিক্ষকরা নিজেদের মতো করে পথ চলেন। দেখিয়ে দেন সঠিক আর ভুলের রাস্তা। জাতির শক্তি বৃদ্ধি করতে বিশ্বকে আরো বলিষ্ঠ করতে শিক্ষকদের অবদান অতুলনীয়। শিক্ষকের স্থান এর সঙ্গে অন্য কারো স্থানের তুলনা হয় না, জীবনের চলার পথে অভিভাবক হিসেবে মা-বাবার মতো। অবশেষে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠান কর্মসূচি শেষ হয়।

কাষ্ঠগড়া শিশু শিক্ষা নিকেতনে শিক্ষক দিবস

আজিম সেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ৫ ই সেপ্টেম্বর,২০২৪ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন পালিত হয় শিক্ষক দিবস হিসেবে। বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কাষ্ঠাগড়া গ্রামে একটি বে-সরকারি স্কুল যেটা কাষ্ঠগড়া শিশু শিক্ষা নিকেতন নামে পরিচিত আজ সেই স্কুলে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস পালিত হয় বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিত ঘোষ জানান। আজকের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, গান, কুইজ প্রতিযোগিতা ও কেক কাটা ইত্যাদি পরিবেশন করেন, অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকা গণ।

সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন শ্রীকৃষ্ণ মন্ডল(বুবাই) পিউ ও রিমি মণ্ডল। অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে উপহার তুলে দেয় ছাত্র ছাত্রীরা ও বিদ্যালয়ের তরফে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে টিফিনের প্যাকেট তুলে দেন সহকারী শিক্ষক সন্তোষ দত্ত মহাশয়।

এরপরেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেডিকেল কলেজে শিক্ষক দিবসে রক্তদান

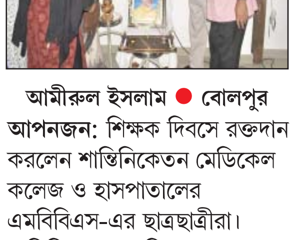

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শিক্ষক দিবসে রক্তদান করলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমবিবিএস-এর ছাত্রছাত্রীরা। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টার এ গিয়ে রক্তদান করে শিক্ষক দিবস পালন করে। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ গৌতম নারায়ন সরকার, ডিন ডাঃ অয়ন গোস্বামী, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ তপন কুমার ঘোষ, প্রফেসর ডাঃ অমৃতা গিরি মজুমদার প্রমুখ।

প্যারামাউন্ট স্কুলে শিক্ষক দিবস

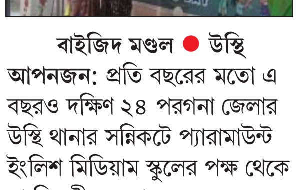

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এ বছরও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উস্থি থানার সন্নিকটে প্যারামাউন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষ থেকে মা বিজলী কমপ্লেক্সে ২০২৪ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে স্কুলের সকল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন কম্পিটিশন এর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান অসীম ইকবাল,তৌফিক ইসলাম সিপাই সহ আরও অন্যান্য শিক্ষক,শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। অতিথিসহ সকল শিক্ষকবৃন্দকে আসন গ্রহণ, ফুল, উত্তরীয় ও ব্যাজ পরিয়ে শিক্ষার্থীরা বরণ করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শালবনীর স্কুলে শিক্ষক দিবস পালিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন পালিত হয় শিক্ষক দিবস হিসেবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনীর রাধামোহনপুর আদিবাসী বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের নিয়ে উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস পালিত হয় বলে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তন্ময় সিংহ জানান। আজকের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, গান ইত্যাদি পরিবেশন করেন, অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অসীম কুমার দোলই ও লক্ষ্মীনারায়ণ হেমব্রম। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন নির্মল মান্ডি ও রূপশ্রী হেমব্রম। অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে উপহার তুলে দেয় ছাত্র ছাত্রীরা ও বিদ্যালয়ের তরফে দুপুরে চিকেন এর আয়োজন ছিল মিড ডে মিলে।

চেড়াগ্রামে সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলির চেড়াগ্রাম হেজবুল্লাহ দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় ৫ই সেপ্টেম্বর মহা সাড়ম্বরের সাথে শিক্ষক দিবস পালিত হল। ফুল ও বিভিন্ন ফেস্টুন দিয়ে শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলে।

অনুষ্টানের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা মহঃ মনিরুল ইসলাম সাহেব। মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল মহা আনন্দময়। সকল শিক্ষক, শিক্ষিকাদের ফুল ও উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি, গজল পরিবেশন ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক তৌফিক উদ্দিন মোল্লা, মাওলানা কুতুবুদ্দিন, মাওলানা এবাদুর রহমান, আব্দুস সবুর, মনিরুল হক মনির হোসেন, ওসমান গনি, মাওলানা আনোয়ার হোসেন লস্কর, গৈরিক ব্যানার্জি, স্বপন বিশ্বাস, মিজানুর রহমান মল্লিক, সৈয়দ নূরে হাবিব, আরেফবিল্লাহ ওয়াদ্দিন ও সাবনাম ইয়াসমিন প্রমুখ।

শিক্ষকগন ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সবশেষে চকলেট বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শিক্ষক দিবস শ্রীনগর মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলপি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার শ্রীনগর মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রে ৫ সেপ্টেম্বর পালিত হয় শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক ছাত্র-ছাত্রীদের কে ভালো মানুষ হয়ে ওঠার কথা ব্যক্ত করেন। উপস্থিত ছিলেন উক্ত মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সম্পাদক মনিরুজ্জামান বৈদ্য। শিক্ষক হাবিবুল্লাহ মোল্লা ও মনিরুল ইসলাম খান, শিক্ষক পৃথিবী, শিক্ষক শরিফুল ইসলাম শিক্ষক দিবসের গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন।

চিফ মিনিস্টার কাপ জয়ের পরেই কলকাতা লিগে হার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের

আপনজন ডেস্ক: লখনউয়ে কলকাতা ডার্বিতে জয় পেলেও, কলকাতা ফুটবল লিগে ফের হেরে গেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বৃহস্পতিবার কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ১-২ গোলে হেরে গেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এই ম্যাচ অবশ্য নিয়মরক্ষার ছিল। কারণ, আগেই সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জনের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কিন্তু শেষ দুই ম্যাচ জিতে সম্মানরক্ষা করতে চেয়েছিলেন সুমিত রাঠি, রবি রানারা। কিন্তু সেটা হল না। ময়দানের প্রবাদ হল, বড় ম্যাচ জেতার পরের ম্যাচে সাধারণত পয়েন্ট নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান। বৃহস্পতিবারও ঠিক সেটাই হল। লখনউয়ের কে ডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জয় পাওয়ার পরের ম্যাচেই হেরে গেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বৃহস্পতিবার কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্র অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ৩৩ মিনিটে প্রথম গোল করে কালীঘাটকে এগিয়ে দেন খানগাম হোরাম। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি পায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সমতা ফেরান আদিল আবদুল্লা। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। ৭০ মিনিটে কালীঘাটের হয়ে জয়সূচক গোল করেন সৈকত। এরপর আর সমতা ফেরাতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পক্ষে লজ্জার। বিদেশীহীন কলকাতা ফুটবল লিগ তরুণ ফুটবলারদের পাদপ্রদীপের আলোয় আসার মঞ্চ। সেখানে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের মেলে ধরতে পারলেন না। কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সের কথা মাথায় রেখেই লখনউয়ের ম্যাচকে গুরুত্ব দেননি ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ। সেই ম্যাচে ১০ জনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জয় পেলেও, কলকাতা ফুটবল লিগে ফের হেরে গেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

ব্যালন ডি'অর: ২১ বছর পর মেসি-রোনালদো অধ্যায়ের অবসান

আপনজন ডেস্ক: ব্যালন ডি'অরে মনোনীতদের তালিকায় লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো থাকবেন—লম্বা সময় ধরে এটাই যেন ছিল অবধারিত নিয়ম। একসময় ব্যালন ডি'অরের সমার্থকই ছিলেন মেসি ও রোনালদো। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত টানা ১০ বছর দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেই থেকেছে ফুটবলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বর্ষসেরার এ পুরস্কার। ২০১৮ সালে এসে সে ধারায় ছেদ ফেলেন ক্রোয়েশিয়া ও রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক লুকা মদরিচ। তবে পুরস্কার না জিতলেও ২০০৩ সালের পর থেকে প্রতি বছরই মনোনীত ৩০ জনের তালিকায় ছিলেন মেসি কিংবা রোনালদো। কিন্তু গত রাতে ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের আয়োজক ফ্রান্স ফুটবল ২০২৪ সালের জন্য ফুটবলারদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে নাম নেই ১৩ বার (মেসি ৮ বার, রোনালদো ৫ বার) বর্ষসেরার স্বীকৃতি পাওয়া দুই কিংবদন্তির। এর মধ্য দিয়ে একটি অধ্যায়েরও যেন অবসান হলো। কারণ, মেসি-রোনালদো দুজনই বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে চলে এসেছেন। ইউরোপীয় ফুটবলের পাট চুকিয়ে দুজন পাড়ি জমিয়েছেন ভিন্ন মহাদেশে। আগামী বছরগুলোতে তাঁদের ব্যালন ডি'অরে বর্ষসেরা হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলেই মনে করেন অধিকাংশ ফুটবল বিশ্লেষক। প্যারিসের থিয়েটার দু শাতেলেতে আগামী ২৮ অক্টোবর ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেওয়া হবে।

এবার ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে গত বছরের ১ আগস্ট থেকে এ বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত পারফরম্যান্স বিবেচনা করা হবে। এ সময়ের মধ্যে মেসি দুটি শিরোপা জিতেছেন। চোটেও ভুগেছেন। জাতীয় দল আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা এবং ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে লিগস কাপ। আর রোনালদো এ সময়ের মধ্যে তাঁর দেশ পর্তুগালের হয়ে কিছুই জিততে পারেননি। ক্লাব আল নাসরের হয়ে জিতেছেন আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ। ২০২৩-২৪ মৌসুমে মেসি আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামির হয়ে ৪১ ম্যাচ করেছেন ৩১ গোল, অ্যাসিস্ট করেছেন ১৮টি। আর রোনালদো পর্তুগাল ও আল নাসরের হয়ে ৬৩ ম্যাচে করেছেন ৫৭ গোল, অ্যাসিস্ট ১৬ অ্যাসিস্ট। তবে দুজনের এই পারফরম্যান্স ব্যালন ডি'অর কর্তৃপক্ষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কেউ কেউ বলতে পারেন, মেসি-রোনালদো এখন যে লিগ দুটিতে খেলেন (মেজর লিগ সকার ও সৌদি প্রো লিগ), সেখানকার মান ইউরোপের শীর্ষ ৫ ঘরোয়া লিগের তুলনায় অনেক নিচে বলেই গোল ও অ্যাসিস্টগুলোকে বড় করে দেখা হয় না।

গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার ফাইনালে পাওয়া চোটের সঙ্গে এখনো লড়াই চালিয়ে যাওয়া মেসিই বর্তমান ব্যালন ডি'অর জয়ী। গত বছর অষ্টমবারের মতো এই পুরস্কার জেতেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ২০০৯ সালে প্রথমবার বর্ষসেরার স্বীকৃতি পাওয়া এই ফুটবলার প্রথমবার মনোনীতদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নেন ২০০৬ সালে।

সিপিএলে ছক্কা উৎসব, এক ম্যাচে ৪২ ছক্কার রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালটা বোধ হয় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বছর, ছক্কার বছর। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস ও গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের ম্যাচে হয়েছে ৪২টি ছক্কা, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। এ বছরের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচে সমান ৪২টি ছক্কা হয়েছিল। এক ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা ৩৮টি, যা সর্বশেষ আইপিএলে হয়েছে দুবার। অর্থাৎ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কার তালিকার প্রথম চারটি ম্যাচই হয়েছে এ বছর।

সিপিএলে বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ওয়ার্নার পার্কে হওয়া সেন্ট কিটস-গায়ানা ম্যাচে 'অদ্ভুত' এক ইনিংস খেলেছেন শিমরন হেটমায়ার। গায়ানার এই ব্যাটসম্যান ৩৯ বলে করেছেন ৯১ রান, যে ইনিংসে একটিও চার ছিল না, ছক্কা মেরেছেন ১১টি।

এক ওভারে দুই উইকেট নিয়ে পার্থক্য গড়ে দেন তাহির

এক ওভারে দুই উইকেট নিয়ে পার্থক্য গড়ে দেন তাহিরসিপিএল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ইতিহাসে হেটমায়ারই প্রথম ব্যাটসম্যান, যিনি চারহীন ইনিংসে ১০ বা এর চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসে ভর করে গায়ানা তোলে ২৬৬ রান। ১ রানের জন্য সিপিএলে সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড ছোঁয়া হয়নি তাদের। ২০১৯ সালে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স তুলেছিল ২৬৭ রান। পর্বতসম লক্ষ্য তাড়া করে নেমেও একপর্যায়ে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল স্বাগতিক সেন্ট কিটস। শেষ পর্যন্ত তারা ২২৬ রানে অলআউট হয়। ছক্কা-উৎসবের ম্যাচটি ৪০ রানে জিতে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে যায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গায়ানা।

আগে ব্যাটিং করা গায়ানা সব মিলিয়ে ছক্কা মারে ২৩টি। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা আসে রহমানউল্লাহ গুরবাজের ব্যাট থেকে। ৬৯ রানের ইনিংস খেলার পথে এই আফগান ওপেনার ছক্কা মারেন ৬টি। লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম ৯ ওভারে ১৩৯ রান তুলে ফেলে সেন্ট কিটস। ইনিংসে দশম ওভারে গায়ানা অধিনায়ক ইমরান তাহির কোনো রান না দিয়ে উইকেট নেন দুটি। তাতেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। শেষ পর্যন্ত সেন্ট কিটস গুটিয়ে যায় ২ ওভার বাকি থাকতে। সেন্ট কিটসের ব্যাটসম্যানরা ছক্কা মারেন ১৯টি, যার ৯টিই আসে ওপেনার আন্দ্রে ফ্লেচারের ব্যাট থেকে। তবে তাঁর ৩৩ বলে ৮১ রানের ইনিংসটি বৃথা গেছে।

প্যারালিম্পিক্সে জুডোয় প্রথম পদক, প্যারিসে ইতিহাস গড়লেন কপিল পারমার

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার প্যারালিম্পিক্সে প্রথমবার জুডোয় পদক জিতল ভারত। পুরুষদের ৬০ কেজি জে ১ ক্যাটিগরিতে ব্রোঞ্জ জিতলেন কপিল পারমার।

বৃহস্পতিবার ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে ব্রাজিলের এলিয়েটন ডে অলিভিয়েরার বিরুদ্ধে মাত্র ৩৩ সেকেন্ডের মধ্যেই জয় পেলেন কপিল। ২৪ বছর বয়সি এই প্যারা অ্যাথলিট বৃহস্পতিবার ১০-০ জয় পেলেন কপিল। তাঁর ব্রোঞ্জ জয়ের ফলে চলতি প্যারালিম্পিক্সে ভারতের পদক সংখ্যা বেড়ে হল ২৫। ৫ সোনা, ৯ রুপো, ১১ ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। অসাধারণ লড়াই করে পদক জিতলেন কপিল। তাঁর এই পারফরম্যান্স ভারতের প্যারা গেমসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়েই পদক কপিলের প্যারালিম্পিক্সে জে ১ ক্যাটিগরিতে যে প্যারা অ্যাথলিটরা যোগ দেন, তাঁদের সবারই দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভালো নয়। কেউ একেবারেই দেখতে পান না, আবার কারও সামান্য দৃষ্টিশক্তি আছে। এই ক্যাটিগরিতে যে প্যারা অ্যাথলিটরা যোগ দেন, তাঁরা লড়াই শুরু হওয়ার আগে, ম্যাচ চলাকালীন, লড়াই শেষ হওয়ার পর সাহায্য দরকার হলে বিশেষ সঙ্কেত পাঠাতে পারেন। ২০২২ সালে এশিয়ান গেমসে রুপো জিতেছিলেন কপিল। এবার প্যারালিম্পিক্সে তিনি ব্রোঞ্জ জিতলেন।

মধ্যপ্রদেশের সেহোরে জন্ম কপিলের। তাঁর বাবা ট্যাক্সিচালক। কপিলরা চার ভাই, এক বোন। ছোটবেলায় মাঠে খেলার সময় দুর্ঘটনাবশত জলের পাম্পে হাত দিয়ে বিদ্যুতের শক খান কপিল। এর ফলে তিনি কোমায় চলে যান। সুস্থ হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে কপিলের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। তবে প্যারা জুডো শুরু করার পর আন্তর্জাতিক স্তরে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছেন কপিল। তিনি এখানেই থেমে থাকতে নারাজ। আরও সাফল্য অর্জন করাই এই প্যারা অ্যাথলিটের লক্ষ্য।

দলীপ ট্রফিতে মুশির খানের অপরাজিত শতরান, প্রথম দিনের শেষে লড়াইয়ে ইন্ডিয়া বি

আপনজন ডেস্ক: দলীপ ট্রফিতে অভিষেক ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে শতরান করে অপরাজিত তরুণ ব্যাটার মুশির খান। তিনি অসাধারণ ব্যাটিং করলেন। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, দল যখন পরপর উইকেট হারিয়ে বিপদে, তখন ঠান্ডা মাথায় ব্যাটিং করে গেলেন মুশির। পরিণত মানসিকতার পরিচয় দিলেন এই তরুণ ব্যাটার। ইন্ডিয়া এ-র বিরুদ্ধে টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ইন্ডিয়া বি-র স্কোর ৭ উইকেটে ২০২ রান। ১০৫ রান করে অপরাজিত মুশির। এই তরুণ ১০টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন।

ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল করেন ৩০ রান। অপর ওপেনার তথা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ করেন ১৩ রান। দিনের শেষে ২৯ রান করে অপরাজিত নবদীপ সাইনি। দ্বিতীয় দিন যত বেশি সম্ভব দলের রান বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই মুশির ও নবদীপের লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া বি দল মোট যত রান করল, তার অর্ধেকের বেশি একাই করেছেন মুশির। দলের বেশিরভাগ ব্যাটারই ব্যর্থ। মুশিরের দাদা সরফরাজ খান ৩৫ বল খেলে ৯ রান করেই আউট হয়ে যান। তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ ১০ বল খেলে ৭ রান করেন। প্রথম বলেই আউট হয়ে যান নীতীশ রেড্ডি। ১৩ বল খেলার পর রান আউট হয়ে যান ওয়াশিংটন সুন্দর (০)। ১৫ বল খেলে ১ রান করেন রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

ইন্ডিয়া এ-র হয়ে অসাধারণ বোলিং করলেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। ১৮ ওভার বোলিং করে ৬টি মেডেন-সহ ২৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন আকাশ দীপ। এই পেসার ঋষভ ও নীতীশের উইকেট নেন। এছাড়া জোড়া উইকেট নেন খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।

বাংলাদেশের 'বড় ধাক্কায় বিব্রত' ওয়াসিম আকরাম

আপনজন ডেস্ক: ধারাবাহিকভাবে বাজে ক্রিকেট খেলছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হেরেছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে, ছিটকে গেছে প্রথম রাউন্ড থেকেই। এরপর ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই! পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামের তাই হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক। পাকিস্তানের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটার শান মাসুদের দলের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসের সংগ্রহ বড় করার সুযোগ পেয়েও করেনি। এমন সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার পরও সেই টেস্টে পাকিস্তান হেরেছে ১০ উইকেটে। এরপর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেই টেস্টেও পাকিস্তান জিততে পারেনি, হেরেছে ৬ উইকেটে। এমন সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে দলের হার মানতে পারছেন না আকরাম।

বার্তা সংস্থা এএফপির কাছে সর্বকালের অন্যতম সেরা এই পেসার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'এটা আমাদের ক্রিকেটে বড় ধাক্কা, আমাদের ক্রিকেট নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। যেভাবে তারা ভালো পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ হেরেছে, একজন সাবেক ক্রিকেটার, অধিনায়ক ও ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে আমি বিব্রত। আমি আসলে কিছু বুঝতেই পারিনি।'

ঘরের মাঠে টানা ১০ টেস্টে জয়হীন পাকিস্তান (৬ হার, ৪ ড্র)। একুশ শতকে জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশ ছাড়া ঘরের মাঠে এত বেশিসংখ্যক ম্যাচে জয়হীন থাকেনি অন্য কোনো দল। বাংলাদেশের বিপক্ষে ধবলধোলাইয়ের আগে ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও ঘরের মাঠে তিন ম্যাচ সিরিজের সব কটিতে হেরেছিল পাকিস্তান। দেশের মাটিতে হার নিয়ে আকরাম বলেছেন, 'ঘরের মাঠে আমরা ধারাবাহিকভাবে হারছি। এটাই আমাদের ক্রিকেটের মান সম্পর্কে বলে দেয়। তৃণমূলে কোনো পদক্ষেপ নেই বলেই আমাদের ক্রিকেটের মান নিচের দিকে। আমাদের বিকল্প ক্রিকেটার নেই। এটা নিয়ে কাজ করতে হবে। ক্রিকেট জাতি হিসেবে ধৈর্য ধরতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর কোনো দ্রুত সমাধান নেই।'

এর আগে পাকিস্তান দলকে নিয়ে রমিজ রাজা থেকে শুরু করে বাসিত আলী—সবাই সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ এই হারকে বলেছেন পাকিস্তান ক্রিকেটের 'কালো দিন'।

আর্জেন্টিনা দলে মেসির ১০ আর দি মারিয়ার ১১ নম্বর জার্সি কারা পাচ্ছেন

আপনজন ডেস্ক: নতুন শুরু—লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা দলের ক্ষেত্রে এমনটা বলাই যায়। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৬টায় বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে চিলির মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। শুধুই তো আরেকটি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ, এ ছাড়া বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার অবস্থাও বেশ ভালো। ৬ ম্যাচে ৫ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের শীর্ষেই আছে স্কালোনির দল। তাহলে নতুন শুরু বলা হচ্ছে কেন?

এ ম্যাচে যে আর্জেন্টিনা দলে নেই অধিনায়ক লিওনেল মেসি ও অন্যতম সেরা তারকা আনহেল দি মারিয়া। দি মারিয়া কোপা আমেরিকার ফাইনাল জিতেই আগের ঘোষণা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন। আর মেসি খেলছেন না চোটের কারণে। তবে মেসি আবার কবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলতে পারবেন, তার ঠিক নেই।

১০ রানে অলআউট হল মঙ্গোলিয়া!

আপনজন ডেস্ক: ০,১,০,১,২,০,০,১,২,০,১। না, এটি কোনো মোবাইল নম্বর নয়। টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড গড়া ইনিংসের স্কোর। মাত্র ১০ রানেই অলআউট হয়েছে মঙ্গোলিয়া। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ম্যাচে এটিই সর্বনিম্ন স্কোর। বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এশিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এই ম্যাচে পাত্তাই পায়নি সফরকারীরা। সিঙ্গাপুরের ইউনিভার্সিটি কেবাংসান ওভালে মাত্র ১০ রানে অলআউট হয় মঙ্গোলিয়া।

অবশ্য এর আগেও টি-টোয়েন্টিতে ১০ রানে অলআউট হওয়ার ঘটনা আছে। গত বছর ২৬শে ফেব্রুয়ারি কার্টাগেনায় স্পেনের বিপক্ষে ১০ রানে অলআউট হয়েছিল যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও দ্বীপ 'আইল অব ম্যান'। তবে সেটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ম্যাচ ছিল না। মঙ্গোলিয়াকে এত অল্প রানে অলআউট করার পেছনে বড় ভূমিকা সিঙ্গাপুরের বোলার হার্শা ভরদ্বাজের। ৪ ওভারে ৩ রান দিয়েই ৬ উইকেট নেন তিনি। সিঙ্গাপুরের ১৭ বছর বয়সী লেগ স্পিনারের এই স্পেল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেরা বোলিং ফিগারের খেতাব পেয়েছে। এর আগে গত বছর ২৬শে জুলাই মালয়েশিয়ার পেসার সিয়াজরুল ইদরুস চীনের বিপক্ষে ৮ রানে ৭ উইকেট নেন।

মঙ্গোলিয়ার ইনিংসের প্রথম ওভারেই ভরদ্বাজ ২ উইকেট নিয়ে শুরু করেন। পাওয়ার প্লের মধ্যে পড়ে যাওয়া ৬ উইকেটের ৫টিই তুলে নেন তিনি। মঙ্গোলিয়ার পাঁচজন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন শূন্য রানে। ক্রিকেটে হাঁটি হাঁটি পা পা মঙ্গোলিয়ার জন্য খুব কম রানে অলআউট হওয়াটা নতুন কিছু নয়।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া
সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ | প্যাকেজ | ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলি
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
ফর্ম নেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪
পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪ রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail
Mob. 9732381000, 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**